অনাথিনী।

(নাটিকা)

(৯ই আগষ্ট ১৯০২—মিনার্ভা থিয়েটারে
প্রথম অভিনীত)

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
ও প্রকাশিত।

সুর-সংযোজক
শ্রীদেবকণ্ঠ বাকৃচী।

নৃত্য-শিক্ষক
শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু।

প্রিণ্টর শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
২৯ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা প্রেস হইতে মুদ্রিত।
কলিকাতা।
ইং ১৯০২।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

উৎসর্গ-পত্র।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ।

নিমক-মহল—

গার্ডেনরীচ।

সতীশ।

তোমার সহিত যখন প্রথম পরিচয়, তখন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অধ্যায়ে সবে মাত্র উপনীত—প্রথম যৌবনে সদানন্দে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে ছুটিয়া বেড়াই। সে বড় সুখের দিন গিয়াছে—সে দিন কাহারও ফিরে নাই, আমাদেরও ফিরিবে না। তখন প্রাণে মলিনতা আসে নাই—দৃষ্টিতে রুক্ষতা ছিল না—ধরণী পুরাতন হয় নাই॥

সেই সুদিনের পুষ্পময়ী স্মৃতির সুগন্ধ লেপন করিয়া, "অনাথিনী" তোমায় উৎসর্গ করিলাম।

১৪ নং রামধন মিত্রের লেন—শ্যাংপুকুর—
কলিকাতা।
১২ই আগষ্ট ১৯০২।

তোমার স্নেহের
রামলাল—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সোলেমান—বসোরার ধনী বণিক।

রমজান—বসোরার অন্যতম ধনী বণিকের পুত্র।

বাহের ও আসগার—বসোরার সম্ভ্রান্ত যুবকদ্বয়, ফুলজানীর বিবাহার্থী (প্রত্যাখ্যাত)।

দেলখোস—দরিদ্র কৃষক-পুত্র (কবি)

সা-সুবা—দৌলতাবাদের প্রধান বণিক।

তোতা—জোবেদীর আত্মীয়।

কৃষক-যুবা, পরিচারক, ভৃত্য, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

জোবেদী—সোলেমানের স্ত্রী।

ফুলজানী—সোলেমানের কন্যা।

মুনিয়া—জোবেদীর প্রধানা বাঁদী।

দেলখোসের মা ও তাহার প্রতিবাসিনীগণ, বাঁদিগণ, ইত্যাদি।

অভিনেতার তালিকা।

(৯ই আগষ্ট ১৯০২—প্রথম অভিনয়-রজনীতে যিনি "অনাথিনী"র যে অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ।)

সোলেমান—শ্রীখগেন্দ্র নাথ সরকার।

রমজান—শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।

যাহের—শ্রীনীলমণি ঘোষ।

আসগার—শ্রীকালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তোতা—শ্রীঅনুকুল চন্দ্র বটব্যাল।

দেলখোস—শ্রীমান নরেন্দ্র নাথ সরকার।

কৃষক-যুবা—শ্রীঅমৃত লাল দে।

সা সুবা—শ্রীমান নরেন্দ্র নাথ সরকার।

জোবেদী—শ্রীমতী হরিদাসী (গুলফম্)।

মুনিয়া—শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি।

ফুলজানী—শ্রীমতী সুশীলা বালা।

দেলখোসের মা—শ্রীমতী প্রকাশ।



অনাথিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সোলেমানের অন্দরের দালান।

সোলেমান, জোবেদী ও মুনিয়া।

জো। ছি ছি ছি! এমন কথা তুমি মুখে কেমন করে আন্‌লে? সোলে—সোলে—মান—মান! ঘৃণায় আমার কথা বেরুচ্চে না। তোমার বাপ মা কেমন করে তোমার নামে সোলের সঙ্গে মান জুড়ে দিয়েছিলেন? মানের ভয় তো তোমার মোটেই নেই।

সো। তা যাই বল। কিন্তু রমজান ছেলেটী বেশ। বাপের(ও) অবস্থা ভাল, মস্ত আড়োতদার। ঐ একটী ছেলে,—ওর হাতে পড়্‌লে ফুলজানি সুখে থাকতো, তা বলে-দিচ্চি।

জো। সুখে থাকার মুখে আগুন! আড়োতদারের ছেলের সঙ্গে আমার ফুলজানির বে? হা আল্লা! কোথায়

বাদসা, কোথায় আড়োতদার! সোলে! তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি নেই—মান! তুমি অপদার্থ। একটা কথা, আমার মনে করে রেখো, বাদসার সঙ্গে বই ফুলজানীর বে হবে না, হবে না—বস্ তোমার কাজে যাও—

সো। তা যেমন বোঝ—তোমার ওপর তো আমার কথা নেই—

মু। (স্বগত) ওঁর ওপর তোমার বাবার কথা নেই, তুমি তো বাচ্ছা—

সো। তবে বলছিলুম এই। ফুলজান ক্রমেই ডাগোর হ'য়ে উঠলো। এই রমজানও যদি না হয়, তো একে নে তিনটী সুপাত্রকে বরখত করা হ'ল। বাহের আর আসগার কিছু ঘর বর মন্দ ছিল না, মনে আছে তো। আর এক কথা, মেয়ে যে রকম হু হু করে বড় হচ্ছে, হাল ফিল এত তাড়াতাড়ি একজন জ্যান্ত বাদসাই বা পাওয়া যায় কোথা?

জো। যেথায় পাওয়া যায়, তোমায় আন্‌তে হ'বে। নইলে তুমি সোলে কি? নইলে তুমি মান কি? কি বলিস্ মুনিয়া?

মু। তাত বটেই মা—তাত বটেই মা—নইলে উনি কি?

সো। মেয়ের বরাতে থাকে, যার হাতে পড়্‌বে, খোদা তাকেই বাদসা বানিয়ে দেবে। ভেবে দেখ, আমার

যখন তোমার সঙ্গে বে হয়, তখন কি আমার এত বাণিজ্য ব্যবসা ছেল? তোমারই বরাতে না আমার সংসার আজ উথলে উঠেছে, আজ আমার আমীরের

জো। সে কথা আর তুলো না। তোমার সঙ্গে আমার বে হ'ল, আমি বাদসার হাতে পড়্‌লুম না, সেই শোকে মা আমার যে ভেঙ্গে পড়্‌লো—আর উঠ্‌লো না, মাটী নিলে। মুনিয়া! তুই সে কথা শুনিস্‌ নি?

মু। শুনিনি মা? যে পুঁইশাক-অন্ত তাঁর ছেলেবেলা থেকে প্রাণ, কেবল যা খেয়ে তিনি অত বড় হয়েছিলেন, যে পুঁই ডাঁটার চর্ব্বিতে তাঁর অত বড় গতর—সেই পুঁইশাকেই যার তাঁর অরুচি ধর্‌লো। পুঁয়ে যেই অরুচি ধরা, অমনি মরা, আর কি উঠে বস্‌তে হ'ল?

জো। (সোলেমানের প্রতি) অই শোন—সত্যি কি মিথ্যা। তিনি অই শোকে গিয়েছেন—আবার আমিও কি অই শোকে যাব? কি বলিস্‌ মুনিয়া?

মু। সে দিন কি হবে মা! তুমি আমায় যাবে মা! তোমায় মাটি দেব মা! তা হ'লে কি বাঁচবো মা! আমরা সব্বাই আগে যাই, তবে তুমি যেও মা!

জো। এই যে সে দিন আমার ভাই তোঁতা আমাকে দেখ্‌তে এসে, কি বল্লে। বল্লে দিদি! খবরদার, বাদসা

বই ফুলিকে কার(ও) হাতে দিও না। তোমার দুর্গতি দেখেই যার আমরা চিরকাল জ্বলছি, আবার ফুলির দুর্গতি দেখ্‌তে না হয়। তোতা তো আর মিথ্যা বল্‌বার মানুষ নয়—সেও একজন মস্ত আমীর ওমরা; কি বলিস মুনিয়া ?

মু। তা আর বল্‌চো মা ? খোদা যাকে বড় করে, তার নামেই তা মালুম করিয়ে দেয়। 'তোতা' নাম কল্লেই বাদসার কথা মনে আসে—গায়ে কাঁটা দে ওঠে। লোকে কথাতেই বলে—'আতা গাছে তোতা পাখী'—তোতা কি সহজ দেবতা মা ?

জো। সে তোর কথা সেদিন আমাকে বল্‌ছেলো—বল্‌ছেলো বাঁদীটি তোমার চমৎকার দিদি ! যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বল্‌ছেল, আমায় একদিন এমন সেবা করেছিল—

মু। হাঁ। এক দিন তোতা মামা এ বাড়িতে এসে বাবার ঘরে এটা ওটা দেখ্‌ছেলেন। মনের মত হ'লে কাকেও না বলে—আর আপনার বাড়ী, বল্‌বেন আর কাকে বল—মনের মত হলে এ জিনিসটা সে জিনিসটা নে যান কি না, সেই মতলবেই বোধ হয় এ জিনিসটা ও জিনিসটা উটকে উটকে দেখ্‌ছিলেন। এখন একটা গোলাপ জলের বোতলে কোন রকম আফগানি সরবত টরবত আছে ভেবে, যেই জোরে ছিপিটা টেনে

খুলবেন, অমনি খানিকটা গোলাপ জল চলকে মামার মুখময় ঠিক্‌রে লাগলো। সর্ব্বনাশ! সে যসোরার সরেস গোলাপ, তোতা মামার হ'ল আমীরি ধাত, সইবে কেন? যত নাকে সে গন্ধ লাগে—ততই বমি আসে। শেষ আর আসে নয়। আমার কাছে এসে মামা ধুঁকে পড়্‌লো, ব্যাওরা খুলে বল্লে। আমি মুখ দু তিন বার ধুইয়ে দিলুম, তাতেও পোড়া গন্ধ যায় না। শেষ আর কোন উপায় না দেখে দু কোয়া রসুন বেটে মামার মুখময় মাখিয়ে দিলুম, তবে নিস্তার। মামার বমি বন্ধ হ'ল, মামা ঠাণ্ডা হ'য়ে ঘুমোলো।

জো। অই শোন—মুনিয়া তো আর মিথ্যা বল্‌চে না—

মু। এক অক্ষর না মা!

সো। (স্বগত) জোবেদী পাগল—নির্ব্বোধ—তা হলেও আমার ভাগ্য-দেবতা। ও এসে আমার সংসারে সোণা ফলেছে। ওর যে যে কথা শুনে কায করিছি তাতেই আমার মঙ্গল হয়েছে, যে যে কথা শুনিনি তাতেই আমার অমঙ্গল হয়েছে। বরাবর শুনে আস্‌চি—এখন(ও) শুনি। খোদা কিসের ভেতর দে কি করেন, কে বুঝে উঠ্‌তে পারে? কে বল্‌তে পারে? ভাগ্যে থাকে, ফুলজানি প্রকৃতই বাদসার হাতে পড়্‌বে—না

থাকে চিরকুমারী থাকবে। (প্রকাশ্যে) তা কাল রমজান তোমার কাছে এসে বল্‌বে, তুমি যা' ভাল বোঝ বোলো, আমি চল্লুম।

জো। যে বলবার সেই বলবে—মেয়ে তো আর ছোট নয়—তার যা মন সেই বলবে।

সো। তাই বলবে।

[প্রস্থান।]

জো। মুনিয়া! কি বলিস?

মু। অই বলি মা! অই বলি। মেয়ে বাদসার হাতে পড়ে ভাল; নইলে জ্যান্ত বলি! তা পড়বে মা পড়বে, তুমি দেখে নিও। কাল আমার স্বপ্ন হয়েছে—

জো। কি স্বপ্ন হয়েছে মুনিয়া? কি স্বপ্ন হয়েছে?

মু। মা অই যা বলেছ, কি স্বপ্নই হয়েছে! আমি অকাতরে ঘুমুচ্চি—খুব জোরে আমার নাক ডাকচে, আমি বেশ শুনতে পাচ্চি। রাত্তির তখন দুকুর, কি একটা—কি তিনটে চারটে পাঁচটা! দেখি একজন পুরুষ—কুকুরের মত মুখ, গরুর মত গা, হাত নেই, চার পা, বাকী সবটা মানুষ—আমার শেওরে এসে বসলো। বল্লে তোমার জোবেদী মাকে বোলো, ফুলজানীর নসীব ভাল। যেদিন ফুলজানি জন্ম নিলে, তার পর দিন

খোদা একজন বাদসা গড়ে তুনিয়ায় ঠেলে দিলে। সে কেবল ফুলির অদৃষ্টের জোরে—তার নসীবে লেখা, সে বাদসার হাতে পড়ে—নসীব কে নড় চড় করে মা; কে নড় চড় করে ?

জো। কি স্বপ্ন! দেখলি মুনি—দেখলি মুনি! তবে ফুলির বাদসা, ফুলির এক বয়েসী, বরং এক দিনের ছোট। তা হোক—তাতে কি এসে যায় ?

মু। বাদসা কি কখন ছোট হয় মা, বাদসা বড় হয়েই জন্মায়। পাছে ছোট অবস্থায়—রোদ্দুর জলে জ্বর জাড়িতে যায়—বছর দশ কি বার থাকে গভ্ভের আওতায়। তার পর যেই ভুমিষ্ঠী, অমনি মসনদে দৃষ্টি—সে এক আল্লাদা ছিষ্টি মা! আল্লাদা ছিষ্টি !!

জো। আর হোলেই বা ছোট। বাদসা ছোটই হোক, বড়ই হোক, এ দেশের হোক, আর ও দেশের হোক, এলে আমরা বলবো না যে বে কর্ব্ব না; কি বলিস মুনি!

মু। তার আর কথা ? আমরা কখ্খন বলবো না যে বে কর্ব্ব না। তা যে দেশের হোক, যত দেশের হোক, একজন হোক, একশ জন হোক; আমরা এলে বলবো না, বে কর্ব্ব না। কি বল মা।

জো। হ্যাঁ মুনি! হ্যাঁ, হাজার বার হ্যাঁ।

(ফুলজানীর প্রবেশ)

হ্যাঁ ফুলজানি! হ্যাঁ ফুলজানি! তুই কাকে বে করবি মা! কাকে বে কর্‌বি মা! বল্‌ত মা! বল্‌ত মা!

ফুলজানীর গান।

হব হয় বাদসাজাদী
নয়তো সাদী নয়—
বোসবো বেঁকে—কোষ্‌বো চোখে—
নিজে বাদসা পাবে ভয়!!
চড়বো হাতি—মতির ছাতি
দুলবে মাথায় জোর!
বল্‌বে সবাই বরাত বটে ওর!!
তবে না সাদি? নয়তো বাঁদী—
জনম কাঁদি করে ক্ষয়—
পরে যে করে করুক, মরে মরুক,
আমায় কেন কয়?

জো। অই শোন্ মুনিয়া! অই শোন্। ফুলজান গানে কি বল্লে শোন্। হব হয় বাদসাজাদী নয়তো সাদি নয়। আমার মেয়ে—আমার মেয়ে—আমার মত মেজাজ। হত ওর বাপের পেটে—সোলের পেটে কি মানের পেটে—তা হ'লে তার মত মেজাজ হোত, কি বলিস

[অনারঘিনী।

মুনিয়া! ফুলজান! চল মা খাবার খাবে চল। মুনিয়া! আয়।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিহার-উদ্যান।

ফুলজানী, মুনিয়া ও বাঁদিগণ।

বাঁদিগণের গান।

দেখ্‌ছ যে ও মাণিকের থালা—
ও পাগল-করা দেয় না ধরা—
জাগায়—কেবল জাগায় জ্বালা!!
দেখতে শীতল—অনল ঢালে গায়,
কত মোছ: ছবি মনের পটে ফিরিয়ে আঁকায়;
চাইলে হাসে—মনে ভাসে—তেম্নি যেন কে কোথায়
সর্ব্বনাশী হাসি হেসে মজিয়েছিল অবলা!!

ফু। মুনিয়া! বে কর্‌তে হয়তো বাদসা, কি বলিস?

মু। আমার বোধ হয়, খেতে আর(ও) ভাল।

ফু। খেতে কি লো! বাদসা খেতে কি লো!

মু। খেতে বেশ! কাবুলি-ম্যাওয়ার চেয়ে ভাল। বাদসার

ঝোল, বাদসার কালিয়ে, বাদসার কোপ্তা, বাদসার কোর্ম্মা, বাদসার খাট্টা, চমৎকার!! দিন রাত্তির বাদসা বাদসা করে কাণ ঝালা ফালা করার চেয়ে, একটী নধর কচি বাদসা এনে তার কোর্ব্বানি করে, আমি যা বল্লুম তাই কর।

ফু। মুনিয়া! তুই পাগল।

মু। আমার(ও) সন্দেহ তাই। এক এক সময় তোমাদের মা ঝীর কাছ থেকে সরে যখন একটু নিরালয় গে দাঁড়াই, মাথার ভেতর বোধ হয় যেন বাদসা ঝাঁ ঝাঁ করে। নাক চোকের ভেঁতর দে আগুনের মত বাদসার ঝাঁঝ বেরোয়। সুতরাং বার আনা রকম পাগল তো হয়েইছি; তার পর একদিন—কে বলতে পারে—হয়ত বাদসা বে কত্তে যাত্রা কর্ব্ব, সেই দিন বাকী চার আনা—পূরো ষোল আনা।

ফু। কেন মুনিয়া! বাদসা বে করতে কি মন্দ?

মু। বে কত্তেই হয়—তো বাদসার গুষ্টি। তার যে যেখানে আছে—মনে ক্ষোভ না থাকে।

ফুলজানীর গান।

কে না চায় চাঁদের আলোয় নিশি পোহাতে?

কে না চায় মলয় বায় নিদাঘ রাতে?

বসন্তে কুসুম বনে একাকিনী—কার মনে
না হয় রূপের ছবি বুকে দোলাতে?
প্রাণের কামনা কে না চাহে মিটাতে?

কু। মুনিয়া! আমি কখন বাদসা দেখিনি বটে, কিন্তু না দেখায় কোন ক্ষতি বোধ কচ্চি না। না দেখেই আমি যেন তার অনুরাগিনী হয়ে পড়িছি। আর কারুতে যেন আমার মন বসচে না।

মু। বস্‌চে না তো জোর করে বসিয়েও কায নেই—দাঁড়িয়েই থাক। পা ব্যাথা কল্লে আপনিই বসবে। যখন বসবে তখন আবার উঠবে না। ও এক জেতের মন আছে বটে।

বাঁদিগণের গান।

কখন তুফান—কখন যে টান—
কখন নিথর জল—
নদীই জানে নদীর কথা,
আর কে জানে বল?
মনের কথা মনই জানে—
কারবা কবে মানা মানে?
আপনি ওঠে—আপনি ছোটে—
আপনি ঢলাঢল—

এই কচি—এই পাথর-কুচি—
লোহার চেয়ে বল!!

(সোলেমান, জোবেদী, ও রমজানের প্রবেশ)

সো। রমজান! তোমরা এখানে কথা বার্ত্তা কও। আমায় একবার কাজে বেরুতে হবে—বিলম্ব কত্তে পাচ্চি না। (স্বগত) যা বলে জোবেদী বলুক, আমি চক্ষু-লজ্জার হাত এড়াই। আহা! এমন পাত্র।

[প্রস্থান।]

জো। হ্যাঁ মুনিয়া! তুই বল মা! তোর কথাই ধর্ব। রমজান আমার আপনার লোক—রমজানকে আমরা কত ভালবাসি। রমজান যদি ফুলজান্‌কে বে কত্তে চায়—চায় কেন ধর চেয়েইছে—তাতে আমাদের কোন আপত্তি হতে পারে কি? তবে কথা হচ্চে এই—ফুলজান আমার কত টুকু যে ওর এর মধ্যে ওর বের কথা? তুইই বল মা! ফুলজান আমার কি তেমন বড় হয়েছে?

মু। তেমন বড় কই হয়েছে মা—তেমন বড় কই হয়েছে? তেমন বড় হলে তো ছেলে পুলে হোতো।

জো। অই শোন রমজান! মুনিয়া তো আর মিথ্যা কথা বলচে না। আর এক কথা—তোমার কাছে বলতে কি রমজান বাপ! ফুলজান আমার—

মু। বাদসার নামে উচ্ছুগ্‌গু করা। দেখ রমজান শেখ! মার আমার কতগুলি ছেলে পুলে হয়ে আঁতুড়েই যায়, শুনেছোতো? শেষ বাদসার দোর ধরবার পর ফুলজান হয়। বাবা বাদসা ফুলজানকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই পর্য্যন্ত মার মানত—বাবা বাদসাকেই ফুলজানকে আমাদের ধরে দেওয়া হবে। রমজান শেখ! দেবতার উচ্ছুগ্‌গু জিনিষে মানষের নজর দিতে আছে কি?

জো। আছে কি বাবা? আছে কি?

র। মা! আমি ফুলজানকে নিজের জান ছাড়িয়ে ভাল-বাসি। ফুলজানকে যদি আমার সঙ্গে বে দাও, তো ওকে রাণীর আদরে রাখব। বাবার কাজ কর্ম্ম যেমন চলছে—খোদার মর্জ্জি যদি হয়—চাই কি আমাদেরই কালে বাদসাই অবস্থা হতে পারে। মা! ফুলজানকে আমায় দাও।

জো। তাই হোক বাবা! তোমাদের তাই হোক, আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু কবে হবে তার তো ঠিকানা নেই। তুমিই বুঝে দেখ না—কি বলিস মুনিয়া?

মু। তাতো ঠিকই বলচ মা! করে কোন কালে হবে—তখন হয় তো পাকা বাদসায় দাঁড়াবে—আমাদের এখন একজন কাঁচা বাদসার দরকার।

অনাথিনী।]

জো। অই শোন বাবা! মুনিয়া কি বলে।

র। (স্বগত) স্বপ্নেও ভাবিনি, এ অপমান আমার কপালে ঘটবে—বাহের ও আসগারের অবস্থা আমারও হবে। সকলে আমায় পূর্ব্বে সাবধান করেছিল বটে—কিন্তু আমি সে সব কথায় আস্থা করিনি। কিন্তু তারা যা বলেছিল—দাঁড়াল তাই। এ অপমানের প্রতিশোধ যদি দিতে পারি—তবে আমার নাম। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মা! আমি আসি। মিছে কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

জো। এর মধ্যে যাবে কোথায়—এর মধ্যে যাবে কোথায়? জল টল খাও—ফুলজানের দু' একটা গান টান শোন—

র। অন্য দিন শুনব—ফুলজান তো আমার পর নয়—যে দিন ইচ্ছে আসব—শুনব।

জো। তাতো বটেই—তাতো বটেই—কেমন বুদ্ধি—রমজানের আমার কেমন কথা বার্ত্তা! শুনলি মুনিয়া? বেঁচে থাক্—

মু। তা থাক্ মা! কালে যদি বাদ্‌সা হয়, তবু একটা ভরসার স্থল।

র। এখন আসি মা!

জো। এসো বাবা! এস।

[রমজানের প্রস্থান।]

ওকে আবার মেয়ের বে দেবে—বাপ আড়োতদার—আমার মেয়েকে বে কর্ত্তে আসে? দেখ আস্পর্দ্ধা!

মু আদোত আস্পর্দ্ধা, ওর বাপ্ সে আড়োতদার মিন্সের মা! আড়োতদার যে, তার আবার ছেলে হওয়া কেন? সে যদি আপনার অবস্থা বুঝ্‌তো, তার ছেলে যদি না হোতো, তা হলে তো আর রমজান আজ এখানে এসে দাঁড়াতে পাত্তো না।

জো। যা বলেছিস, মুনিয়া! যা বলেছিস্। ভেতরে আস্‌বিনি?

মু। তুমি এগোও মা! আমরা যাচ্চি।

জো তবে আয়।

মু। ফুলজান! রমজানকে দেখে মন উঠ্‌লো, চুলোয় যাক, আলিস্যিও ভাঙ্গেনি—না?

ফু। আল্লা! খোদা! ও কি বাদসা? যে মন উঠ্‌বে!

(বাঁদিগণের গান)

ফুল-কলি! খুলো না বয়ান—
অলির অলীক গীতে—দিও না দিও না কাণ!!
কলি বলে অলির পিয়াস—
ফুটিলে লো ফুরাইবে আশ;

অনাথিনী।]

সরল অবল বলে করিতেছে টান ;—
এখন পরাণ দিলে পরে নাহি রবে মান !!

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

রমজানের কক্ষ।

রমজান, বাহের, আসগার ও তোতা।

র। আমাদের তিন জনকেই সমান অপমান করেছে। আসগার! বাহের! এর একটা প্রতিকার কত্তে হবে—করা চাই।

বা। সকলে ঠাওরাও—ওদের বাদসা ব্যাধির একটা ওষুধ দেওয়া উচিত।

আ। আমি ভাই! তোমরা যাই মনে কর, যখন একবার ফুলজানীকে ভালবেসেছি, তখন চিরকাল বাসব—

তো। বাসো বাবা! বাসো। বাবা তোমার হাড় কাফের—অনেক টাকা—তাঁর জীবদ্দশায় কিন্তু তাতে তোমার আশা অল্প—বাপের একটা এ দিক ওদিক কর্‌বার

ব্যবস্থা কর। ফাঁকা ভালবাসায় সে বাড়ীর দোর খোলা পাবে না।

র। শোন। আমরা তিন জনেই বড় মানুষের ছেলে—আমি বলি যত টাকা লাগে লাগুক, এস একটা মতলব ঠাউরে ওদের বাদসাইয়ের মুখে আগুন লাগাই। তোতার ওদের বাড়ী যাওয়া আসা আছে। তোতা! তোমার ভাই! সাহায্য চাই—

আ। তোতা সাহায্য কোর্‌বে? ফুলজানির মা তোতার বোন, তোতা তোমাদের কুমতলবে সাহায্য কর্ব্বে?

তো। কর্ব্বে বাবা! কর্ব্বে—এমন কুমতলব নেই, তোতা যাতে সাহায্য না করে।

র। সোলেমানের স্ত্রী জোবেদী তোমার ভগ্নী—খুব নিকট সম্পর্ক তোতা?

তো। একেবারে খুব নিকট সম্পর্ক কেমন করে বলি—আমার মেজ কাকার প্রথম পক্ষের সম্বন্ধীর ভগ্নীর দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা হচ্চে ফুলজানির মা।

আ। তোমার তো হামেসা ওদের বাড়ী যাতায়াত আছে—

তো। কি করে না থাক্‌বে বাবা! তোমরা যে মানুষের মত নও, কাজেই যাওয়া আসা আছে। আসগার সেখ! তোমার বাপ সে কালে সামান্য ছিঁচকে জোচ্চুরী করে বখরিদে উট কোর্ব্বানি করে আস্‌চেন; আর

আমি ব্যাটা তোমাদের সঙ্গে ছাওয়ার মত থেকেও তোমাদের আধ পয়সা গ্যাঁড়া দিতে পাল্লুম না—কাযেই আর পাঁচ জায়গায় যাওয়া আসা রাখ্‌তে হয় বৈ কি।

বা। যাও—যাও—কাজের কথায় জ্যাঠামো কোর না তোতা!

তো। না না বল না। বড় মান্‌ষের ছেলে স্যায়না হওয়াতেই ছুনিয়া রসাতলে যাচ্চে বাবা! আর কিছুতে নয়। আগে বড় লোকের বোকা ছেলে হলে, তাকে লক্ষণ-যুক্ত বোল্‌ত। এখন আমাদের ঠেন দুপয়সা থাক্‌লে তোমাদের সঙ্গে মিশতে ভয় করে, পাছে গ্যাঁড়া দাও—পাছে কেন বাবা! দেবেই। হায়রে সে কাল!!

র। ওর কথা শুনে কায নেই। ও মুখে চিরকালই অগ্নি কর্ব্বে, কাযের সময় চিরকালই ঠিক আছে।

বা। আমি বলি শোন। এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে আমাদের এক আবাদ আছে—নাম রহিমাবাদ। আমি সে দিন সেখানে গিছলুম। গ্রামের প্রান্তে এক বিধবা কৃষক পত্নী আছে, তার একটী ছেলে—সে ব্যাটা চাষার ঘরের কবি। চব্বিশ ঘণ্টা আকাশ পানে চেয়ে থাকে। মোট কথা তার একটু ছিট আছে।

তো। বড় একটু ছিট নয়—তার যে পরিমাণে ছিট আছে তাতে আমার ছুটো পাজামা, দুটো চাপকান হয়। নেহাত একটু বলব কেমন করে বাপ!

বা। তোতাও আমার সঙ্গে ছেল, তোতাকে জিজ্ঞাসা কর। কেমন তোতা! সে পাগল নয়?

তো। তোমাদের তিন জনের চেয়েও বেশী।

ঘা। আমি বলি—যত টাকা খরচ লাগে, সেই ছোঁড়াটাকে বাদসা সাজিয়ে সোলেমানের বাড়ীতে পাঠান যাক। তাকে কিছু দিয়ে শিখিয়ে টিখিয়ে নেওয়া যাবে। আর সঙ্গে তোতা থাক্‌বে, ও সব দিক সামলে নেবে। তার সঙ্গে ফুল জানির বে হবে—তাহলেই আমাদের মনের কালি ঘুচবে। জোবেদী সোলেমানের থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে—যখন জানতে পার্‌বে কার হাতে মেয়ে পড়েছে। চোখ চেয়ে আর কারও সঙ্গে কথা কইতে পার্‌বে না—কি বল?

র। বেশ বেশ চমৎকার! তবে শিগ্‌গির কাজ ফতে কত্তে হবে—বিলম্বে যদি টের পায় তো সব ফস্কাবে।

বা। বেশী দেরী হবে কেন? ওদের বাদসা বিশ্বাস হলেই ওরা মেয়ে দিতে অপত্তি কর্‌বে না। তার পর—টের পাবার পর—তার সঙ্গে একটা যাহোক বরখাস্ত হয়ে গেলে আমরা চেষ্টা কোর্‌বো।

র। তোতা! তুমি এখুনি রহিমাবাদ যাত্রা কর। যা খরচ লাগে—যত খরচ লাগে। সে চাষা ছোঁড়াকে শিখিয়ে শুখিয়ে, সাজিয়ে গুজিয়ে, বাদসা বানিয়ে সোলেমানের

বাড়ীতে এনে ফেলে—যত শিগ্‌গির পার কাজ রফা কর—বুঝলে ?

তো। বুঝিছি বাবা! এর ভেতর এমন কিছু লোহা লক্কড়ের মত বুঝতে কঠিন নেই। আমি বলছিলুম কি, তোমরা বুঝেছ কি কত্তে যাচ্চ ? যত খরচ লাগে মুখে বলচ—কাজে কত লাগবে মনে ঠাউরেছ কি ? দু'দিনের মধ্যে বাদসা বোনে তাদের মেয়েকে বে কত্তে গেলে কত বাজে খয়রাত কত্তে হবে, বুঝেছ কি ?

বা। বুঝিছি। তা যত লাগে দিতে হবে—করা যাবে কি ?

র। বটেই তো, করা যাবে কি ? দিতে হবে।

তো। তা তোমরা দুজনে পেরে উঠবে ?

র। আমরা তিন জন ?

তো। আসগারকে বাদ দাও বাপ! আসগারকে বাদ দাও। বাবার আমার ঘুষো চিংড়ি খেয়ে পেটের রোগ জন্মাল—বাদসা বানানো দূরে থো কর।

আ। তোতা! তুমি বাড়া বাড়ি কচ্চ।

তো। না বাবা! বাড়াবাড়ী তো করিনি। বাড়াবাড়ী কল্লে—আমার দশটা টাকা ধার নিয়ে আজ পাঁচ বচ্ছর আর উপুড় হস্ত কল্লে না, সে কথা ও তো ভাঙ্গতুম। তাতো এখনও ভাঙ্গিনি—বাড়াবাড়ী কল্লুম কিসে বল্লে তবে বাপ!

আ। (রাগান্বিত হইয়া) না ভাই! আমি তোমাদের এ সব মতলবের ভেতর নেই। তবে তোমরা বন্ধু, আমার দ্বারা তোমাদের কোন অনিষ্ট হবে না, এ কথা নিশ্চিত। বস্! আমি চল্লুম।

তো। বাবা! তোতার কি কপাল! এতেও তোতাকে দেখতে পার না, আসগার বাপ! এ কথা পড়ে পর্য্যন্ত যে সুযোগটী খুঁজছিলে কেমন তা জুটিয়ে দিলুম দেখ। এইবার রাগ করে গোঁ ভরে চলে যাও—ভেতরের কথা কেউ বুঝতে পার্ব্বে না।

আ। ছোট লোকের কথায় ভদ্রলোক কর্ণপাত করে না।

তো। আর মনে মনে ভালও বাসে।

আ। আমি চল্লুম ভাই সকল!

তো। এস বাবা এস! ওদের আর বলতে হবেনা—এস।

(আসগারের প্রস্থান।)

মওড়াতেইত একজনের পতন ও মৃত্যু। তোমরা কদ্দিন যুঝ্‌তে পার্‌বে, ভেবে বল বাবা!

র। ওকে আমরা তত ধরিনি। তুমি চল তোতা! এখুনি তোমার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে রহিমাবাদে পাঠাইগে। কি বল বাহের!

বা। তার আর জিজ্ঞাসা? চল—এখুনি চকে গিয়ে কেনা বেচা করা যাক।

তো। [স্বগত] বরাত ফিরল বা—

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

রহিমাবাদ—কানন-প্রান্ত।

দেলখোস—(অৰ্দ্ধ শয়ান)

দে। মধুর মধুর অতি মধুর—সরসী-হিল্লোলে চন্দ্রকিরণের লুকোচুরি অতি মধুর! এই লুকোচ্চে—এই মুখ বাড়িয়ে ঝিকিমিকি কচ্চে—চঞ্চল হাসিতে অম্বর পরিপূর্ণ—অতি মধুর—অতি মধুর!

অন্ধকার বনরাজী জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত—মন্দ মন্দ পবন-আন্দোলিত তরুলতা—সমস্তই মধুর—অতি মধুর! জ্যোৎস্নার অকুল সমুদ্র অই আকাশে—অতি দূরে—অতি দূরে—ক্ষীণ কালো রেখার মত দুই একটী পাখী—বুঝি চকোর—ভেসে যাচ্চে, তাও বড় মধুর—বড় মধুর! যে দিকে দৃষ্টি পড়ে তাই মধুর—এত মধুর কোথা থেকে এল? এত মধুর করে সুন্দর ধরণীতে যিনি আমাদের পাঠিয়েছেন—না জানি তিনি কত মাধুরীর আধার!!

(জনৈক কৃষক যুবকের প্রবেশ)

কৃ-যু। (স্বগত) এই যে পাগলাটা আজ এই খেনে শুয়ে রয়েছে দেখ্‌চি। একটু রঙ্গ করা যাক। (প্রকাশ্যে) দেলখোস মিঞা! দেলখোস মিঞা! দেখ দেখ, ধানের গাছ গুলি কেমন হাওয়ায় দুলচে—

দে। আহা! আহা ভাই! দেখ দেখ—তুমিও দেখ। আমাদের সকলকে সুন্দর জিনিস দেখে, তার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি কর্‌বার জন্যই ভগবান চক্ষু দিয়েছেন। দেখ ভাই দেখ! শ্যামাঙ্গিনী ধরণীর হৃদয় যেন সুচিন্তা-সমীরণে তরঙ্গায়িত হচ্চে।

কৃ যু। দেলখোস মিঞা! দেলখোস মিঞা! দেখ দেখ, কেমন চার দিকে কত কি হচ্চে!

দে। আহা! দেখ ভাই দেখ! সব রূপের খেলা—সব মাধুরীর খেলা—সব সৌন্দর্য্যের খেলা!

কৃ। দেলখোস মিঞা! ঘর যাবে না?

দে। ঘরে তো রয়েছি ভাই! আর যাব কোথায়? এমন শ্যাম শষ্প-শয্যায় শুয়ে রইছি—মলয় আপনি বাতাস কচ্ছে—আপনি চাঁদ রোসনাই করে রয়েছে—মা ধরিত্রীর স্নেহের কোলে রইছি—আবার ঘর কোথায় ভাই? এ ছেড়ে কোথায় যাব? এ ছেড়ে সুখ বেশী কোথায় পাব?

কৃ যু। (স্বগত) আহা! খোদা কাকে কি রকম করে কে বলত্তে•

পারে? বিধবার একটী ছেলে, সেও তার বরাতে পাগল।

[প্রস্থান।]

দে। হায় খোদা! হায় খোদা! কত দয়া তোমার আমার ওপর! কিন্তু কি তোমার মর্জি—অই যে চলে গেল যুবা, ওকে কেন আমার মত চক্ষু দাওনি দেখতে—কেন প্রাণ দাওনি আমার মত তোমার রাজ্যের অতুল শোভা উপভোগ কত্তে? কেন ওরে পাগল করেছ? কিছু জানে না—কিছু দেখে না—এক ধ্যানেই জীবন কাটাচ্চে। পাগল—পাগল—

(তোতার প্রবেশ ও উপবেশন)

দে। (উঠিয়া বসিয়া) এস ভাই! কোথা থেকে তুমি আসচ ভাই—কোথা যাচ্চ ভাই—

তো। ভাই ভাই করে অনেক গুলো কথা এক নিশ্বেসে জিজ্ঞাসা কল্লে—আমি একে একে এ গুলোর উত্তর দিই, তার পর অন্য কথা বলব। আসচি আমি বসোরা থেকে—সে এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ—যাচ্চি আর কোথাও নয়, তোমার কাছেই—তোমার জন্যই আসা।

দে। আমার কাছেই আসা? এস ভাই এস। বোধ হয় তোমায় খোদাই দয়া করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

তো। (স্বগত) খোদা পাঠায় নি—পাঠিয়েছে রমজান।

দে। ভাই! এমন মধুর জ্যোৎস্না আর কখন দেখেছ?

তো। না ভাই!

দে। আহা! দেখ ভাই! দেখ।

তো। দেখি ভাই! দেখি—

দে। দেখ ভাই দেখ! চক্ষু জুড়িয়ে যাবে—

তো। দেখচি ভাই দেখচি—চক্ষু জুড়িয়ে যাচ্চে।

দে। দেখ না ভাই!

তো। কি বিপদ—দেখ্‌চিতো দাদা!

দে। ভাল করে দেখ। দেখ, এই মধুর জ্যোৎস্নায় স্নান করে কুসুম-রমণীরা কি দিব্যসাজে সজ্জিত হয়েছে! দেখ্‌তে পাচ্চ ভাই?

তো। খুব পাচ্চি দাদা! স্নান কচ্চে তো দেখ্‌তে পাচ্চিই, ছ' এক জন মাথায় গামছা দে চুল নেংড়াচ্চে—আর গল গল করে গামচার ভেতর দে জ্যোৎস্না পড়্‌চে—তাও দেখ্‌তে পাচ্চি।

দে। ভাই! এমন নেশা কি আর আছে?

তো। না ভাই! নেই। কিসের দাদা?

দে। জ্যোৎস্নার—

তো। মাঝে মাঝে ছ এক গ্লাস জ্যোৎস্নাও টান না কি?

দে। দেখ ভাই! অই আসমানে পাখী ছটো পাগল হয়ে—

তো। আসমানে পাখী ছটো তুমি-যা-তাই হয়ে, কি কচ্চে—

দে। রূপের নেশায় ডুবে মচ্চে।

তো। রূপ তুমি ভালবাস?

দে। রূপ কে না ভালবাসে? রূপে কে না পাগল?

তো। দেখ দেলখোস মিঞা! একটা কথা বলি শোন— কাকেও বোলো না। একটী পরম রূপবতী যুবতী তোমায় কেমন করে দেখ্‌তে পেয়ে, তোমার প্রেমে উন্মত্ত হয়েছে। রাত্তিরে সব্বাই ঘুমুলে চাঁদের সঙ্গে কথা কয়—তারাদের সঙ্গে তাস খেলায়—ফুলদের সঙ্গে সই পাতায়—হাওয়ায় সাঁতার দে বেড়ায়—প্রেমে পড়্‌লে যেমন যেমন কর্‌বার কথা, সব করে। সেই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে—তুমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌বে?

দে। (উঠিয়া) দেখা কর্ব্ব না কেন—কেন দেখা কর্ব্ব না? এখুনি দেখা কর্ব্ব—চল।

তো। (স্বগত) ব্যাটা মেয়ে মানষের নাম শুনেই ভূঁই ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। এর এক বিন্দু পাগলামী নয়, সব ভিটকিলমী। (প্রকাশ্যে) দাঁড়াও মিঞা! এর ভেতর দু একটা কথা আছে বলি—তোমাকে একটী কাজ কত্তে হবে—তোমাকে বাদসা সেজে তার বাপ মাকে, তাকেও, প্রবঞ্চনা কত্তে হবে।

দে। (বসিয়া) না ভাই! আমি যাব না। দুনিয়ায় প্রবঞ্চনা

করে এ ক'টা দিন কাটাব বলে আসিনি। তুমি ভাই শয়তান—

তো। (স্বগত) এ ব্যাটা চাষার ছেলে নয়—আমি কোরাণ ছুঁয়ে বল্‌তে পারি। (প্রকাশ্যে) দেলখোস মিঞা! এ সে প্রবঞ্চনা নয়—সে প্রবঞ্চনা নয়—

দে। কি প্রবঞ্চনা ভাই! প্রবঞ্চনার আবার এ ও কি?

তো। যে প্রবঞ্চনায় কারও ক্ষতি হয়, যে মিথ্যায় কারও অনিষ্ট করে, সেই প্রবঞ্চনা কি সেই মিথ্যা পাপ; নিশ্চয়ই। কিন্তু যে প্রবঞ্চনায় সুখের উৎপত্তি করে, যে মিথ্যা হয়তো মরাকে বাঁচায়, সে মিথ্যা সে প্রবঞ্চনায় পাপ না পুণ্য, মিঞা সাহেব! বিকারের রোগী তেতো ওষুধ মিষ্টি না বল্লে খাবে না—না খেলে মর্‌বে—সে তেতোকে মিথ্যা করে মিষ্টি বলায় শয়তানি কি মিঞা সাহেব? তারা তোমায় চায়, বাদসার সাজে চায়, না পেলে সে যুবতীর প্রাণ যায়, কাজেই তাদের আত্মীয়েরা তোমাকে বাদসা সাজিয়ে, তাদের সঙ্গে দেখা কর্ব্বার পরামর্শ করেছেন। প্রবঞ্চনা হয়—এ প্রবঞ্চনায় এক অবলা নারী প্রাণ পায়। না রাজী হও—আমি চল্লুম মিঞা! কিন্তু সে যুবতীর যদি প্রাণ যায়—দায়ী তার তুমি।

দে। (উঠিয়া) চল ভাই! যাব। প্রবঞ্চনায় যদি প্রাণ পায়,

আহা তাতে আসে যায় কি? চল ভাই! আমাদের কুটীরে আমার মাকে বলে যাব।

তো। তোমার মাকে যা বল্‌বার, তা আমিই বলবো অথন—এ সব কথা কি মাকে খুলে বল্‌তে আছে। দেখ মিঞা! এখন থেকে তোমায় একটী প্রতিজ্ঞা কত্তে হবে—যে যত দিন না সে মেয়েটী, অই যা বল্লুম, তোমার চিকিৎসায় প্রাণ পায়, তত দিন তোমায় আমার বাধ্য হয়ে, আমায় বিশ্বাস করে, আমি যেমন যেমন বল্‌বো তেমনি তেমনি কত্তে হবে। হাঁ হুঁ কর্‌বে না—কেমন রাজী আছ?

দে। আছি ভাই—রাজী আছি—তুমি যা বল্‌বে তাই কর্ব্ব।

তো। (স্বগত) মেয়ে মানুষের নামে ব্যাটা গলে গেছে। (প্রকাশ্যে) চল তোমাদের বাড়ীতে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

রমজানের কক্ষ।

রমজান ও বাহের।

বা। পোষাকটায় পড়ল বিশ হাজার—আংটী পাঁচটা দু'হাজার

করে দশ হাজার। আর খুচরো এটা ওটা সেটা, সেও হাজার দশেক। মোটত পত্তনেই চল্লিশ হাজার। কথাতো বড় সোজা নয়।

র। কথা সোজা তাতো আমি বলচি না। তবে মনে যে কালি দিয়েছে, সেও বড় সোজা কালি নয় ভাই!

বা। যাক্, এ গুলোতো আবার ফেরৎ পাওয়া যাবে?

র। তা কে বলতে পারে? তবে পাওয়া যাক না যাক, যখন জলে নেমে কাপড় ভিজিইছি, তখন পারে যেতেই হবে—মাঝ পথে কিছুতেই হাল ছাড়া হবে না। এতে দোস্ত! জান কবুল!

বা। তা আর বলছো! তাতে কি সহজ লোক-চলাচলি হবে! তাও কি হয়? ডুবতে বসিছি, ডুব্বই—

র। তবে তোতা কাল সেই গেছে, আজ বিকেল হল, কত দূর কি করে উঠল কিছুইতো বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চি না।

বা। সে বিষয়ে নিচ্চিন্দি থাক, আমি বলচি। তোতা যাতে হাত দেবে, সে কাজ ফস্কাবে না। আচ্ছা! আসগার আলিতো সোলেমান মিঞাকে কিছু ভাঙ্গবে না?

র। না না। সে সে জাতের লোক নয়। তবে কি জান ভাই! সত্যিই সে বড় লোকের ছেলেদের ভেতর সব চেয়ে গরীব। যদ্দিন বুড়ো বেঁচে আছে তদ্দিন্ ওর থেকেও নেই। কাযেই মানে মানে একটা অছিলে করে।

সরে পড়ল। তবে কাকেও কিছু ভাঙ্গবে না, তুমি ঠাণ্ডা থাক। লোক সে জাতের নয়। এই যে তোতা হন্তথন্ত হয়ে আসছে—

(ব্যস্ত ভাবে তোতার প্রবেশ)

ধা। এই যে তোতা! আমরা তোমার কথাই ভাবছিলুম। এত দেরী? তাকে এনেছ?

তো। শুধু এনেছি? সকরকন্দের বাদসা সোলেমান মিঞার বাড়ী পবিত্র করে সেই খানেই রয়েছেন। আমাদের এ বসোরা সহরে তাঁর দশ বিশ খানা নিজের বাড়ী থাকা সত্ত্বেও, জোবেদী বিবি ও সোলেমান সাহেবের অনুরোধ এড়াতে না পেরে তিনি সেইখানেই অনুগ্রহ করে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আর যে কদিন থাকবেন তাঁদের বাড়ীতেই থাকবেন। আমাকে তো তিনি ছাড়েন না— আমি দরকার আছে বলে একবার বেরিয়ে এসিছি, এখুনি যেতে হবে।

র। যাও যাও, এখুনি যাও। এই মুহূর্ত্তে যাও। তুমি না গেলে সব ফস্কাবে—সে চাষার পো সব গোল করে ফেলবে। ওঠ ওঠ, এখুনি যাও।

তো। সে কথা মিথ্যা নয়। আমি না থাকলে সে সব গোল-করে ফেলবে, তা মিথ্যা নয়। ব্যাটা বদ্ধ পাগল। তার

প্রেমে ফুলজানী পাগল, শুনেই কেঁদে ফেল্লে। হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান নেই।

বা। আর কথা কয়ে দেরী কোরো না। উঠে পড়—উঠে পড়।

তো। একটু খানি ছোট কথা আছে, তাই জন্যেই রয়েছি। শিগ্‌গির আমাকে এই ক' টুকরো জিনিষ দাও। দেরী কোরো না। এখুনি দাও—দেরীতে সব গোল হবে।

বা। কি বল বল।

তো। সামান্য—সামান্য। এই হীরে পান্না চুণী সব মিশোনো-জোড়া দশেক আংটী। ভাল ডাগোর ডাগোর মতি বসান জুতো, সেও ধর জোড়া দশেক। সোনার গোটা দশ পনর আতর দান গোলাপ পাশ। জোড়া দশেক উৎকৃষ্ট আরবী জামেয়ার।

বা। (অতি কাতর ভাবে রমজানের দিকে চাহিয়া) রমজান ভাই!

তো। ওঠ ওঠ—দেরীতে সব ফস্কাবে। এ যা বল্লুম, সব খয়রাতের জন্যে। সকরকন্দের বাদসা, সোলেমানের বাড়ীতে থাবেন দাবেন, তার তো খোরাকী দিতে পারবেন না—কাযেই অন্য রকমে খয়রাত চাই। তা নইলে বাদসাই হল কি? অমনি পোষাক পরে বেড়ালেই তো জোবেদী সোলেমান তাকে বাদসা বলে মেয়ে দেবে না। ওঠ ওঠ—দেরীতে সব গোল হয়ে যাবে—গোল হয়ে যাবে কি,

গোল হয়ে গেল বোধ হয়—গেল কি; গেছে—অই যা সব মাটী। গোলত হয়েইছে।

র। অঁ্যা! গোল হয়ে গেছে?

তো। আর যাবে না তো কি থাকবে? তোমরা এত দেরী কল্লে গোল হবেনা?

র। বাহের!

বা। রমজান!

র। ওঠ ভাই!

বা। তুমি ওঠ ভাই!

তো। আর ওঠ ভাই! সব মিছে হল। আহা! শেষ জোবেদীর হাতে ধরা পড়তে হল।

র। না না মিছে হয়নি, হয়নি। বাহের! ওঠ ভাই!

বা। রমজান! ওঠ দাদা!

তো। আর উঠবে কে? তোমাদের ওঠবার ক্ষমতা নেই, কোমর ভেঙ্গে গেছে, বুঝিছি। এখন পরস্পর ভাই দাদা কর—কুর্ণিশ কর—আমি বাড়ী চল্লুম। মিছে এতটা মেহন্নত হল—

র। বাহের! ওঠ ভাই।

তো। কে উঠবে? বাহেরের মুখে হাতে জল দাও। ওর চৈতন্য হলে তবে তো উঠবে—ওর শুনেই দাঁত কপাটী হয়েছে।

র। বাহের!

বা। ভাই!

তো। ওঠ দাদা! একটু সরবত খাও—তোমার গলা বড় শুকৃণ। রমজান! আমি চল্লুম ভাই!

র। (তোতার প্রতি) মেওয়া-ওয়লা কাবলীর তাগাদা কচ্চ কেন ভাই! সবুর কর, কিনতে বেচতে হবে, তবে তো। বাহের! বসে ভাবলে কাজ হবে না। এস দেখা যাক, কতদূর কি কয়া যায়। পুকুরে নেবে, কাদামাখা সার কয়া ঠিক নয়। এস তোতা!

[কোমর ধরিয়া অতি কষ্টে বাহেরের উত্থান; ও রমজানের সহিত প্রস্থান।]

তো। পুরুষের কপাল পাতা চাপা, কোন চাচা প্রথমে বলেছিল বাবা! বড় সাচ্চা কথা—বড় পাকা কথা। তিরিশ বছর বাদে ফুলজানীর কল্যাণে এক দিনেই এমন বরাত খুলে যাবে, স্বপ্নে ও ভাবিনি। যে দু' পক্ষের এক পক্ষ থেকেও, আজ দশ পনর বছর একটী ছুঁচ গ্যাঁড়া দিতে পারিনি—এক দিনেই পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরত গ্যাঁড়া! তাও এই স্থরু—শেষ হতে আর ও কোন না আর পঞ্চাশ হাজার। দোহাই আল্লা! শাস্ত্রে বলে তুমি চিরকাল জোচ্চোরের সহায়—শাস্ত্র মিথ্যা কোরো না বাপ!

[প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সোলেমানের উদ্যান-বাটী।

উন্নত আসনে বাদসার বেশে দেলখোস—নিম্নে বাঁদিগণ—
এক পার্শ্বে ফুলজানী—অন্য পার্শ্বে তোতা।

বাঁদিগণের গান।

রবি ছবি আলোক-আধার—
কিরণে প্রভাত ধরা—বিদূরিত অন্ধকার।
কমল ননীর পাত—দেখো কমলিনী নাথ!
অনল-ছটায় তারে কোরো না সংহার—
(তব) চরণ-ছায়াতে রহে সাধ অধীনার।

তো। সব দেখে শুনে আমার বোধ হচ্চে—যেন আসমান দে উড়িয়ে এনে কে আমাদের পরীদের রাজত্বে ফেলেছে। (নিকটস্থ হইয়া) জাঁহাপনা! বান্দার গোস্তাগী মাফ হয়, আজ শরীরে কোন অসচ্ছন্দতা নাই?

দে। (ফুলজানীর প্রতি) সুন্দরি! তুমি বড় সুন্দরী। সৌন্দর্য্যের সুজল সরোবরে তুমি যেন প্রভাতের পদ্ম ফুল! বসন্তের বন-বিহারে তুমি যেন শীতল সুমধুর জ্যোস্না!

...। (স্বগত)—অই বাবা সেই ইকড়ি মিকড়ি সুরু কল্লে রে! পাখী পড়াবার মত করে পড়ালুম—বল্লুম, অরে শালার

ছেলে! এখানে ও সব গুলো আওড়াসনি। বাবা! স্বভাব যায় না মলে—ওর দোষ কি বল।

দে। (ফুলজানীর প্রতি) আমাকে পাগল করেছো—আর অত রূপ নিয়ে কাকে পাগল না কর তুমি? তোমার ও যে পাগল-করা রূপ—মন-ভোলান ভঙ্গী—

তো। (স্বগত) ওরে শালা! তুইতো গভ্ভ থেকে পাগল পড়েছিস - খোদা তোকে পাগল করে ছুনিয়ায় পাঠিয়েছে —আবার কে তোকে পাগল করবে বল্। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপানা! বান্দা কথার জবাব পায়নি। আপনার শরীর বেশ সুস্থ—

দে। (ফুলজানীর প্রতি) ও রূপ কাকে না মুগ্ধ করে, যে আমি মুগ্ধ হব না? ও চক্ষুর বিশ্ব-বিজয়ী দৃষ্টি ধরণী-বিক্ষিপ্ত কেন? একবার কৃপা কর—আমার পানে চাও—

তো। (স্বগত) হাঃ শালা পাগলার মরণ রে! ডোবালে ব্যাটাচ্ছেলে—সব ডোবালে দেখচি—

ফু। (স্বগত) ও রূপের কথা কয়? ওর যে কৃত রূপ, তা কি ও জানে না? না জেনে মানে না? না মেনে পাছে ও রূপের তেজে অন্যে পালায়, তাই ভাবে না। মানুষে কি বাদসা হয়? কখন না—কখন না। ও যদি বাদসা না হত—তা হলে কি ওকে না ভালবেসে থাকতে পাত্তম? না না, বাদসা না হলে ওর অত রূপ হত

কেমন করে? আরও তো অনেক মানুষ দেখেছি—কই এমন তো কেউ নয়। বাদসা—তাই এত রূপ। বাদসা কি দেবতা? বোধ হয়।

তো। (স্বগত) ব্যাটাকে এখুনি অন্যমনস্ক না কল্লে আর ছাপা থাকে না। (প্রকাশ্যে) ফুলজান! মা জান! বাপ জান! একটী গান গাও—বাদসাকে শোনাও—

দে। সুন্দরি! গাও। আমার প্রাণ জুড়াও। তোমার ও রূপের মোহ, সঙ্গীতের মোহে মিশ্রিত হলে—কি জানি, জানি না—কোন্ স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হব।

তো। (স্বগত) এ শালার ঘরের শালাতো বেয়াড়া বিড়বিড়ে! দুত্তোর পাগলার শ্রাদ্ধ!!

ফু। (তোতার প্রতি) ওঁর সাম্নে আমি কি গাইব? কত অপ্সর অপ্সরার মত গায়ক গায়িকার গান ওঁর শোনা অভ্যাস, আমি ওঁর কাছে কি গাইব?

তো। তা হলেই বা—তা বলে কি আর তোমাকে গাইতে নেই। উনি দয়ার সাগর, তোমার গানে ওঁর কি অশ্রদ্ধা হবে। জাঁহাপনা!

দে। সুন্দরি! গাও। এ দীনকে চারিতার্থ কর—আমার প্রাণ পুলকিত কর—

তো। (স্বগত) ওরে থাম রে শ্যালার ব্যাটা! থাম। কি করিগা। না, এ এক ব্যাটা উন্মাদ পাগলকে নে বড় বিপদে

পড়্‌লুম দেখচি। এ ব্যাটার সঙ্গে আর দু'চার দিন এ রকম বকুলে আমায়ও পাগল হতে হবে বাবা! হা খোদা! হা চোরের সহায়!! বাবা! এই কি তোমার বিচার হল? যদিও দিলে, তা ভোগ কত্তে দিলে না? রোজগারও শেষ হবে, পাগলও কোর্‌বে? যা তোমার ইচ্ছে কোরো বাবা! (প্রকাশ্যে) ফুলজান! মা জান! বাপ জান! একটী গান গাও। তোমার পায়ে পড়ি—যাক—জাঁহাপনাকে একটী গান শোনাও—

(ফুলজানীর গান করিবার উপক্রম)

তো। (স্বগত) অই শালা বুঝি আবার কি বকে দেখ—

(ফুলজানীর গান)

পায়ে তব ধরে দিছি প্রাণ—
উপেক্ষা কোরো না সখা! সামান্য বলিয়া দান।
দেবতা সমুখে পেলে—কেনা ফুলে ঢেকে ফেলে?
কে শিখায় তটিনীরে সাগর-গমন-গান—
তোমা হেন নিধিরে কে না বিলায় প্রাণ মান!!

(পরিচারকের প্রবেশ)

প। (দেলখোসকে কুর্ণিশ করিয়া) জাঁহাপনা! খানা প্রস্তুত। আমার মনিব সোলেমান সাহেব আপনার অপেক্ষা কচ্চেন।

দে। (স্বগত) ছি ছি ছি! এমন সময় খাবার কথা? খাওয়াটাই কি এদের কাছে এত বড়?

তো। জাঁহাপনা! সোলেমান সাহেব আপনার অপেক্ষা কোচ্চেন। খানা তৈয়ার—আপনার অপেক্ষায় তিনি বসতে পাচ্চেন না। উঠতে আজ্ঞা হয়।

দে। আঃ চল।

(তোতা ব্যতীত সকলের প্রস্থান—মুনিয়ার প্রবেশ)

মু। তোতা মামা!

তো। কেন মুনিয়া ভাই!

মু। আমি তোমাকে মামা বলি, তুমি আমাকে ভাই বল কেন?

তো। আমি তোমাকে ভাই বলি, তুমি আমাকে মামা বল কেন?

মু। যাকে আমি মা বলি, তাকে যে তুমি দিদি বল—

তো। অতি নিকট সম্বাদে তিনি আমার দিদি। ও রকম দিদির সোয়ামীকে মামা বলা যায়। তা হলে তুমি হলে আমার মামাতো বোন। তবে আর তোমাতে আমাতে আসনাই আটকায় কিসে বল?

মু। তোতা মামা!

তো। কেন ভাই মুনিয়া!

মু। এ বাদসাটীকে কোন দেশ থেকে নাঙল ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছ?

তো। দেখ মুনিয়া ভাই! গর্দ্দানের যদি ভয় রাখ, তো সকরকন্দ সহরের বাদসাকে যে সে কথা কোয়ো না।

মু। আর পাঁচ জনের সুমুখেতো বলছিনা, তোমার সুমুখে বলছি। তুমি কি আমার পর?

তো। আমি তোমার পর? আমি তোমার—কথা বেধে যাচ্চে ভাই মুনিয়া! আমি তোমার—

মু। তুমি আমার কি বলছ বল না—

তো। আর খুলে কি বলব বল?

মু। আমি খুলে বলছি শোন—তুমি আমার তোতা মামা।

(মুনিয়ার গালে চড় মারিয়া)

তো। আমি তোমার—বস্—আর কিছু নয়।

(প্রস্থান।)

মু। সব বুঝতে পাচ্চি, কিন্তু কিছু ভাঙ্গব না। কারণ—প্রথম, এদের এ বাদসা-বায়ের এই রকম চিকিচ্ছেই ভাল। দ্বিতীয়, তোতাকে ভালবাসি—তার পথে কাঁটা কখন হতে পারব না। সামুকের ভেতর মুক্তোর মত, তোতার সরল শুভ্র প্রাণ একটা ময়লা খোলোসের ভেতর ডুবে রয়েছে। আমার হাতে পড়লে—আমি ওকে ঘসলে মাজলেই—যে উজ্জ্বল মুক্তো সে উজ্জ্বল মুক্তো হবে। নৌকোখানি ভাল, মাঝীর অভাবে

এদিক সে দিক জঙ্গলে, ময়লার মত একলা আপনি ভেসে বেড়াচ্চে। হাল আমার হাতে এলে, আর কুপথে যাবে না।

(জোবেদীর প্রবেশ)

জো। মুনিয়া! মুনিয়া! বাদসা কি জিনিস—কি ভারি জিনিস!

মু। বড্ড ভারি জিনিস মা—বড্ড ভারি জিনিস! লোহার সিন্দুকের চেয়েও ভারি জিনিস!

জো। মুনিয়া! বাদসাকে বে কত্তে কার না ইচ্ছে করে? তোর কি ইচ্ছে করে না মুনিয়া?

মু। কার না ইচ্ছে করে মা! তোমারই কি ইচ্ছে করে না মা?

জো। এমন বাদসা আমার বরাতে যদি জুটতো, তা হলে কি আর সোলেমানের সঙ্গে আমার বে হত, মুনিয়া!

মু। তা কি হত মা! তা কি হত মা! তোমার এই বাদসার সঙ্গেই বে হত মা!

জো। মুনিয়া! ফুলির কি বরাতের জোর! ফুলির কি বরাতের জোর!

মু। আবদুল্ল পালোয়ানের চেয়েও জোর মা! আবদুল পালোয়ানের চেয়েও জোর!

জো। মুনিয়া!

মু। কেন মা!

জো। দেখ্ আহ্লাদে আমার গা গৃস্ গস্ কচ্চে—যেন ইচ্ছে কচ্ছে খুব দু'দণ্ড জোরে চেঁচাই, কি কাকেও মার ধোর করি—

মু। বাবাকে ডেকে আন্‌ব মা?

জো। মুনিয়া!

মু। কেন মা!

জো। সেই তো বাঁদসা এলো। তোরা বলেছিলি আসবে না—

মু। বাদসার বাপ যে সে আসবে—তুমি ইচ্ছে করেছ, বাদসা আসবে না?

জো। মুনিয়া!

মু। কেন মা!

জো। ফুলি আমার বাদসাজাদী হবে—তোরা সাজ গোজ কর। কি আমোদ! কি আমোদ! কালই বে দোব—আজই বে দোব—এখুনি বে দোব—আমি ইচ্ছে কল্লে কে তার নড় চড় কত্তে পারে মুনিয়া!

মু। কে পারবে মা! কে পারবে!

জো। মুনিয়া!

মু। কেন মা!

জো। অই আমার ফুলি আসচে—অই দেখ বাঁদীরা গান

গাচ্চে। কি আমোদ! কি আমোদ! ফুলি আজ বাদ্‌সাজাদী! আয় আমরা ফুলিকে কুর্ণিশ করিগে আয়।

(ফুলজানীর, ও গাইতে-গাইতে বাঁদিগণের প্রবেশ)

(জোবেদী ও মুনিয়ার ফুলজানকে অভিবাদন)

গুরু-গর্জ্জন ঘোর ঘন জলদ-বাসে—
চঞ্চল চারু হাসি চপলা হাসে !!
বিশাল তরুবর-লগ্ন লতিকাধর—
লীন তারকা হের ভীম আকাশে !!

পটক্ষেপণ।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

রমজানের কক্ষ।

রমজান ও বাহের।

দেখ ভাই বাহের! হতাশ হোয়ো না। একটা কাজ যখন করে ফেলে বসেছি, তখন তার আর চারা কি? কিছু খরচ—তা কি করা যাবে বল। অপমানের প্রতিশোধে দুনিয়ার ইতিহাসে দেখবে কত লোক জান দিয়েছে—আমরা কি, সামান্য কিছু খরচ কচ্চি মাত্র।

বা। সামান্য কিছু বলচ—সামান্য কিছু কই? ধামা ধামা হীরে চুণি পান্না যোগাচ্চি—তুমি বলচ সামান্য কিছু খরচ মাত্র। কি জানি তোমার কাছে অসামান্য কি? আমার ভাই! এতেই গা-মত হয়েছে।

(বেগে তোতার প্রবেশ)

ও বাবা! আবার অই এল। (উপবেশন)

তো। চল দেখি—চল দেখি—কথা কয়বার অবকাশ নেই—

র। কোথায় যাব?

তো। কথা আছে—কথা আছে—আর গোটা কতক জিনিষ চাই। বাহের বাপ! একবার ওঠ—চল একটা ফর্দ্দ কর্বে চল—

বা। তোমায় দেখেই বাবা! আমি বসে পড়েছি—আমার পা হাত ভেঙ্গে পড়েছে। আমাকে ডাকাডাকি কচ্চ মিথ্যা। আমি উঠতে পার্ব্ব না। আর পাল্লেও তোমাদের কোন ফল হবে না। আমার আর কিছুই নগদ নেই যে দোব—তোমরা বেশী জোর কর, বাড়ীর পাটাখানা দিতে পারি—এতে সোলেমান মিঞার মেয়ের বে হোক, আর কবর হোক।

তো। বেশ বাহের বাপ! মাঝ দরিয়ায় পঁহুছে ডুবলে—ডোবালে?

র। এখন আর কি চাই?

তো। কি চাই?—সামান্য—তুচ্ছ। বোঝার উপর শাগের আঁটিটা! অতি তুচ্ছ—

র। (কাতরভাবে) বল শুনি—

তো। এই শোন, তুচ্ছ—প্রথম দফা, ধর—জড়োয়া মটুক—১ জোড়া। দোসরা দফা, ধর—এই যত রকম আছে গা-সাজানো জড়োয়া গয়না—২ সেট। তেসরা দফা—উৎকৃষ্ট মুক্তোর মালা—৬ গাছা। ৪টো দফা, ধরগে—হীরের কাণ-খুসকী—৪টা। চুণির দাঁত-খোট্না—৪টা।

জড়োয়া পিট-চুলকুনী—৪টা। জড়োয়া সোরমার কোটো—৪টা। উৎকৃষ্ট পান্নার ঘামাচী-মারা ঝিনুক—৩ গণ্ডা। আর নগদ মোহর—১০০০ থান। (বাহেরের প্রবল কম্পন, ও মূর্চ্ছার উপক্রম) বাস্, আর একটী কুটোও নয়। পরশু বে—ধর বাদসার বে—এর কমে চলে কি ? বোঝ না—বুঝে আমায় জুতোর বাড়ী মার না। আমি শক্ত ছেলে—তোমরা-অস্ত-প্রাণ—তাই এত টেনে কচ্চি। যাই—আমি দাঁড়াতে পাচ্চি না। এক দণ্ড আমি কাছে না থাক্‌লে আমার বুকের ভেতর দপ্ দপ্ করে—কি জানি পাগলা শালা কি বল্‌বে, বা কি কর্ব্বে। আমি চল্লুম—জিনিষগুলো এখুনি খুব গোপনে পাঠিও। (ব্যস্তভাবে) রমজান বাপ—রমজান বাপ! শিগ্‌গির এক গেলাস জল আনাও—জল আনাও—কেমন কচ্চে—বাহের বাপ হঠাৎ চোখ কপালে তুলে কেমন কচ্চে দেখ—মুখে চখে জল দাও—জল দাও। বাহের বাপের বুঝি বা ফুলজানের সঙ্গে বাদ্‌সার বে দেখা বরাতে কুলিয়ে উঠলো না।

[প্রস্থান।]

বা। ওরে কে আছিস্—এ দিকে আয়—শিগ্‌গির আয়—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

দৌড়ে গোলাপ-পাশে গোলাপ নে আয়- জল নে আয়।

ভৃ। যে আজ্ঞে।

(ভৃত্যের প্রস্থান, ও দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ)

(বাহেরের মুখে গোলাপ জল সেচন)

র। বাহের আলি ! দোস্ত ! ভাই ! এখন অসুখ সেরেছে ?

বা। (চক্ষু চাহিয়া) সেরেছে।

র। কি রকম হল, বল দেখি।

বা। কি জানি—তবে এইটুকু মনে আছে যে তোতাকে দেখেই আমার যেন মাথার ভেতর কেমন কত্তে লাগলো—যেন মাথাটা ঘুত্তে লাগলো—তার পর ও যখন জিনিষের ফর্দ্দ কত্তে লাগলো—আমি যেন তখন সব ধোঁয়ার মতন দেখ্‌তে লাগলুম—তার পর আর কিছু মনে নেই।

র। যাক, এখন আর তোমার সঙ্গে ও সব কথা পাড়বো না।

বা। কেবল এখন নয়, ভাই ! আর আমার সঙ্গে মোটে ও সব কথা পেড়ো না।

র। আচ্ছা, সে আমার একলার বরাতেই নয় যা থাকে হবে। তুমি চল আমার ওপরের ঘরের বিছানায় একটু শুয়ে থাকবে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

(ফুলজানী ও মুনিয়ার প্রবেশ)

ফু। মুনিয়া! মুনিয়া! বাদসা কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে?

মু। কাঁদে।

ফু। কেন কাঁদে মুনিয়া? বাদসায় কাঁদে কেন?

মু। ক্ষিদে পেলে কাঁদে—খেতে না পেলে কাঁদে।

ফু। বাদসায় খেতে পায় না—বলিস কি মুনিয়া?

মু। সব বাদসায় পায় না, বলছি না—গরিব বাদসায় পায় না।

ফু। বাদসারা কি আপনা আপনি বকে?

মু। বকে—

ফু। কেন বকে মুনিয়া?

মু। মাথার ভেতর একটু গোল থাকলেই বকে।

ফু। আচ্ছা মুনিয়া! বাদসারা বাড়ীতে কি আমাদের মত পোলাও কালিয়ে খায়?

মু। খায়। তবে চেলে, ঘিয়ে, গোসে, নয়। মতির পোলাও, চুণি পান্নার কালিয়ে কোর্ম্মা, হল্ হীরের চাটনি। শেষ দুখান মোহর মুখে দে মিষ্টি মুখ করে।

অনাথিনী।]

ফু। ওমা! আমাকে ঐ সব খেতে হবে! কেমন করে খাবো লো?

মু। মা বাপকে বোলে এই বেলা থেকে খেতে অভ্যাস কর না।

ফু। দেখ্ মুনিয়া! বাদসা বাদসা—সেই বাদসা এল, তবে ফুলজানীর বে হলো। ফুলজানী বাদসাজাদী হোল—সেই হল। তুই বাদসা চাস্ মুনিয়া?

মু। একটী ছোট খাট পাই তো পুষি। তার পর বড় হলে, নয় জবাই করি—নয় গাড়িতে জুতি—

ফু। দূর, তা কেন। আমার এ বাদসাকে তুই চাস্ মুনিয়া?

মু। না ভাই! অই কচি বাচ্ছা বাদসা—তোমারই খেতে কুলুলে বাঁচি। আমি ভাগ নিলে, ওর আর থাকবে কি বল।

ফু। আমার কাল বে মুনিয়া—আমার কাল বে! বাদসার সঙ্গে বে! আমি কি সেই ফুলজান মুনিয়া! আমি কি সেই ফুলজান?

মু। আপনার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে দেখ, সেই রকম আগেকার মত তেলা তেলা ঠেকে কি না—তা হলেই বুঝতে পারবে, তুমি সেই ফুলজান কি না—

ফু। মুনিয়া! মুনিয়া! আয় আমার চুল বেঁধে দিবি আয়—আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিবি আয়। মুনিয়া!

আমার বড় চেঁচিয়ে হাসতে ইচ্ছে কচ্ছে—বড্ড চেঁচিয়ে হাসতে ইচ্ছে কচ্ছে—হোঃ হোঃ হোঃ—

[উভয়ের প্রস্থান।]

(দেলখোসের প্রবেশ)

দে। পদে পদে প্রবঞ্চনা কচ্চি—আগাগোড়া মিথ্যা। প্রভাতে মিথ্যা—মধ্যাহ্নে মিথ্যা—সন্ধ্যায় মিথ্যা—রজনীতে মিথ্যা—প্রত্যহ অষ্ট প্রহর মিথ্যার অভিনয়! কেন প্রবঞ্চনা করি? কেন প্রবঞ্চনা করি—প্রবঞ্চনা না করে পারি না, তাই করি—প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর উপায় নেই, তাই করি। এ রূপের শক্তি জয় করে প্রবঞ্চনা পরিহার করব প্রতিজ্ঞা করলে, মনকে প্রবঞ্চনা করা হবে মাত্র। জড়ের সৌন্দর্য্যে এত দিন অঘোর হয়েছিলুম—আজ যাতে মুগ্ধ, এ যে জীবন্তে রূপ—জীবন্ত রূপ। এর চলনে মধু—বলনে মধু—চক্ষে মধু—হাস্যে মধু—অশ্রুতে মধু—এর প্রতি চিত্র যে মধুময়। সত্যে অসত্যে—আলোকে অন্ধকারে—চেতনে অচেতনে—বৈষম্য-বোধ আর আছে কি? কার থাকবে? আমি যে তন্ময়—নেশায় অঘোর—অজ্ঞান।

[প্রস্থান।]

(জোবেদী, সোলেমান ও তোতার প্রবেশ)

তো। বাদসা বল্লেন, এখন বে করে কাজ নেই। দেশে গিয়ে

বে কর্ব্ব। আর নয় তো—দেশ থেকে সব লোক জন, ধন দৌলত আনিয়ে, দু' এক মাস বাদে, তখন বে করা যাবে। আমি বল্লুম জাঁহাপনা! তাও কি হয়। সোলেমান সাহেব সব উজ্জুগ করে ফেলেছেন—এখন ও কথা বল্লে তার বিস্তর লোকসান ও মনকষ্ট হবার কথা। সোলেমান সাহেব মনে কর্ব্বেন যে তিনি গরীব বলে আপনি অগ্রাহ্য করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ কচ্চেন না। অগ্নি গলে জল। খোদা যাকে বড় করে—তাকে সব্ব রকমেই বড় করে—এমন উঁচু মন যদি কারও দেখিছি—

জো। তবে কালই ঠিক—কালই ঠিক—

সো। কালই ঠিক—

তো। ঠিক, তা আবার বলতে? যেখানে তোতা আছে, সেখানে কিছুর বেঠিক নেই—সব ঠিক।

জো। তোতা ভাই আমার দিব্বি ছেলে—কি বল সোলেমান! দিব্বি ছেলে—

সো। খাসা ছেলে—খাসা ছেলে—ছেলের মত ছেলে—ছেলে যাকে বলে ছেলে—

জো। ফুলজানীর বরাত ফেরাবার অই তো মূল। অই তো আমার এই বাদসা জোটালে—অই তো আমার এ বাদসার সঙ্গে বে দেবার মূল—কি বল সোলেমান! কি বল সোলেমান!

সো। তাত ঠিকই—সে কথা তো ঠিকই—

তো। শেষ বাদসা বল্লেন, যে তবে এই জোড়া দশেক হীরের আংটী, এই জড়োয়া গয়না গুলো, এই মট্টুক ছ'খানা, নিদেন হাজার থান মোহর, সোলেমান সাহেবকে বক্‌সিস্ দাও—

সো। না না, এক পয়সাও না—

জো। না না, তা হলে বাদসার চোখে আমাদের হাল্কি হতে হবে—

তো। তা কি তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমায় বলে দিতে হবে? আমি বল্লুম, জাঁহাপনা! আপনি দিন দুনিয়ার মালিক—আপনার আজ্ঞে লঙ্ঘন করে কার সাধ্য? তবে অনুগ্রহ করে বিবেচনা করুন, সোলেমান সাহেবকে ঐ সব জিনিস পত্র দিলে তাঁর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা হয়—কেন না, তা হলে সোলেমান সাহেব মনে বুঝবেন যে আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর বাড়ীতে এক দিন পান ভোজন করেছেন বলে, তার খরচের স্বরূপ ঐ সব দিচ্ছেন। এই কথা যেই বলা—অম্নি বাদসা একেবারে গলে জল!

জো। বা! বা! আচ্ছা ছেলে—তোতা ভাই আমার আচ্ছা ছেলে!

সো। চল, তবে সমস্ত ব্যবস্থা করা যাক গে। ব্যাপার তো

বড় সোজা নয়। এক রকম উজ্জুগ আজ কয়েক দিন ধরেই করে রাখা গেছে—তবু বাকী সব ব্যবস্থা করা যাক গে।

জো। চল, চল। চল সোলে—চল মান!

তো। (জোবেদীর প্রতি জনান্তিকে) আমার সে আর্‌জিটা—

জো। হ্যাঁ, দেখ সোলেমান! আমার ইচ্ছে, তোতার(ও) অনুরোধ, কাল ফুলজানীর বের সঙ্গে অমনি মুনিয়ার সঙ্গে তোতারও বে দিই। কি বল—

সো। বেশ তো—বেশ তো—তুমি যা বল্‌বে, যা ঠিক করবে—তার ওপর আর কথা আছে?

জো। তবে তোতা! তাই ঠিক রইল—কাল তোমারও অমনি মুনিয়ার সঙ্গে সাদী হবে—

সো। একবার মুনিয়াকে জিজ্ঞাসা কল্লে হয় না—

জো। বাঁদীকে আবার জিজ্ঞাসা অজিজ্ঞাসা কি?

[সোলেমান ও জোবেদীর প্রস্থান।]

তো। বলিহারি বরাতের খেয়াল বাবা! এক দিনে আমীর! রাজত্ব রাজকন্যা, এক দিনে দুই লাভ। সে কথা থাক—ভাবি এ দু'ব্যাটার ভেতর কোন ব্যাটা বেশী পাগল। এ চাষা ব্যাটা, না রমজান ব্যাটা? রমজান ব্যাটা। ব্যাটা যে যে জিনিসগুলো বলে এলুম, সব পাঠিয়ে দিলে। কি মজাই হয়েছে আমার! সে ব্যাটা অপমানে এ

বাড়ীতে ঢোকে না—কাজেই আমার গ্যাঁড়ার, ভয় আশঙ্কা কিছুই নেই। বেমালুম সাফ! খোদা! চিরকাল চোরের সহায় বাপ তুমি! দেখো এ বান্দাকে পায়ে ঠেলো না।

[প্রস্থান।]

(ফুলজানীর হাত ধরিয়া দেলখোস ও বাঁদিগণের প্রবেশ)

দে। তোমায় কত ভালবাসি তা জানি না—তার পরিমাণ নেই—তার গোণা গাঁথা নেই—তার হিসেব নেই। ভালবাসায় এত সুখ? আমাকে তুমি একটু ভাল বাসবে ফুলজান?

ফু। জাঁহাপনা! আমি আপনার বাঁদী—আমাকে লজ্জা দেন কেন?

(গান)

ভালবাসি কি না বাসি
কিছুরই ঠিকানা নাই—
আমি যে তোমাতে ডুবে
আমারে না খুজে পাই!!
এই শুধু আছে মনে—
প্রথমে তোমার পানে
চাহিয়া—কি এক টানে উধাও হইয়া যাই—
তার পর তুমি শুধু—আমি কোথা ভাবি তাই!!

দে। আমি বাদসা, তাই আমাকে ভালবাস—যদি বাদসা না হতেম, তা হলে ভালবাসতে কি?

ফু। বাসতেম—নিশ্চয়ই ভালবাসতেম—তোমাকে যখনই দেখিছি তখন(ই) ভালবেসেছি। (স্বগত) বাদসা না হলে, তুমি এত রূপ কোথায় পেতে?

(বাঁদিগণের গান)

বাধালে বিষম গোলোযোগ—
সেই গা-ভাঙ্গা সেই চক্ষু রাঙ্গা—সেই পুরোনো রোগ !!
সেই অরুচি—খাটাতে লেহাজ—
অষ্ট প্রহর হু হু:করে তেম্নি বুকের মাঝ !!
উঠতে গেলে ঢলে পড়ে সকাল দুপুর সাঁঝ !!
এ তো তড়িঘড়ির জ্বর জাড়ি নয়—লম্বা চওড়া ভোগ !!

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

তোতা ও মুনিয়া।

মু। তোতা মামা!

তো। কেন ভাই মুনিয়া!

মু। তোমার নাকি কে এক বাঁদীর সঙ্গে কাল বে ?

তো। হ্যাঁ ! ভাই মুনিয়া !

মু। ছি ছি ! তুমি আমীর মানুষ ! বাঁদীকে বে করবে ?

তো। কি করি ভাই মুনিয়া ! বাঁদীটা কান্না কাটনা কচ্চে, আমার পায়ে জড়িয়ে ধচ্চে, কাযেই দায়ে পড়ে বে কত্তে হচ্চে। এক জন গরীবের মনে কষ্ট দিতে তো পারি না

মু। মুখে আগুন সে বাঁদীর ! তোমার মত গুণধর কে বে করবার জন্যে কান্না কাটনা কচ্চে ? তোতা মামা !

তো। কেন ভাই মুনিয়া !

মু। তোমার কাল বে হবে না, তুমি নিচ্চিন্দি থাক।

তো। কেন ? তোমাকে কে বল্লে ?

মু। আমি সে বাঁদীর কাছে গিয়ে তাকে এখনি বারণ কর্ব্ব। জোর করে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেঁদে কেটে সে বে কচ্চে—তাও কি কখন হয় ?

তো। না, না—বে হবে কাল হোক—তোমাকে আর বারণ কত্তে হবে না।

মু। হবে বৈ কি। তোমাকে অবলা পেয়ে, সে বল প্রকাশ ক'রে বিবাহ কর্ব্বে—আমি তা চোখে দেখবো কেমন করে—

তো। না না—বল প্রকাশ করে কে বল্লে ? হাতে পায়ে ধরে—

মু। তা হলেই হল—তোমার করুণার শরীর—তাই বুঝ্‌তে পেরে, তোমাকে এমন নাজেহাল করেছে। আমি এখুনি চল্লুম—

তো। না না—কি বিপদ—আমার বে—তায় তোমার কি?

মু। না বল্লে আমি শুনবো কেন? তুমি কি আমার পর? তুমি হচ্চো আমার তোতা মামা—আমার আপনার জন। আমি সে পোড়ারমুখী মাগীর—যে তোমাকে সরলা পেয়ে এমন ধারাটা কচ্চে—মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবো গে। আমি দিব্বি গেলে বলছি, তোমার যাতে তার সঙ্গে কাল বে না হয়, আমি প্রাণপণে তার চেষ্টা কর্ব—

তো। ওগো, না না—আমার বের সব ঠিক হয়ে গেছে—এখন আর তোমায় চেষ্টা কত্তে হবে না।

মু। হবে বৈকি! তুমি না বল্লে, আমি শুনবো কেন?

তো। কি বিপদ! আমার বে তার তুমি কে? চোপরাও!

মু। আমি কেউ নই, তোমার পাড়া পির্‌তিবাসী—চল্লুম—

তো। মহা মুস্কিল! কোথা যাচ্চ?

মু। জোবেদী মার কাছে—তাকে বলে বে স্থগিত কর্ব—

তো। না না—স্থগিত কত্তে হবে না। বেতে আমার (ও) যে ইচ্ছে নেই, তা নয়—

মু। ও একটুখানি ইচ্ছেয় আসে যায় কি? আসি—

তো। না না না—তোমার পায়ে পড়ি—আমার মাথা খাও—যেও না। বলে কি ঝকমারিই কল্লুম—

মু। না না, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বে, তাও কি হয়?

তো। তোমার দিব্বি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়, ইচ্ছার সাপক্ষে—

মু। তা হলেও—তোমার তো তত টান নেই। চল্লুম তোতা মামা!

তো। ষোল আনা টান আছে—তোমার দিব্বি গেলে বলছি। (জানু পাতিয়া) তোমার পায়ে পড়ি—মুনিয়া! শুভ-কার্য্যে—একটা গোলমাল কোরো না—

মু। আমার পায়ে পড়লে কি হবে বল। যাকে বে কর্বে, তার পায়ে পড় গে।

তো। (নাকি সুরে) তোমাকে বে কর্ব, আবার কাকে?

মু। ও—মা! আমাকে বে কর্বে? আমাকে তুমি এত ভাল বাস? আমি হচ্চি বাঁদী—তুমি হচ্চ আমীর!

তো। কোন শালা আমীর—আমি ও বাঁন্দা। আমাদের বান্দার গুষ্ঠি। আমার বাপ ছেলেন বান্দা, তার বাবা বান্দা, তার বাবা, এই রকম বত্রিশ পুরুষ। আমার মার বাপ ছেলেন বান্দা, তার বাপ—তার বাপ—ঐ দিকেও অই বত্রিশ পুরুষ।

মু। না ভাই! তাও কি কথন হয়? তুমি হচ্চো তোতা মামা! তোমাকে কি বে করা যায়?

তো। ফের! ফের! ও কথা বল্লে, আমি চলে যাব—

মু। নেহাত আমাকে বে কর্ব্বে? আমাকে খাওয়াবে কোথেকে!

তো। সে কথা আর বোলো না—লক্ষ টাকা আমার কাছে আছে। কেবল গয়নাতে, আংটীতে, আর নগদে—

মু। কোথায় পেলে?

তো। এই যে সোলেমানের মেয়ের বেতে ঘুরছি, তুমি মনে কচ্চ মুফৎ বুঝি—

মু। সে গুলি সব আমাকে দিতে হবে—বিনা ওজর আপত্তিতে—পার্ব্বে?

তো। পার্ব না? জান দিইছি—লক্ষ টাকা কি থোড়াই—

মু। সে গুলি দিলে তো তোমার আর কিছু থাকবে না। তবে খাওয়াবে কি?

তো। রোজগার করে খাওয়াব।

মু। সে শক্তি তোমার আছে?

তো। তোমায় বে কল্লে নতুন শক্তি তো পাবো, সেই শক্তিতে রোজগার কর্ব।

মু। এখানে এদের এ সর্ব্বনাশ কচ্চ—এরা যখন জানতে পারবে, তখন তোমায় আস্ত রাখবে?

তো। যখন জানতে পার্বে, তার আগে এখান থেকে দুশো ক্রোশ দূরে, তোমাতে আমাতে গিয়ে পড়ব—

মু। তা হলে ছাড়বে না—আমায় বে করবেই—

তো। নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিশ্চয়!

মু। আমি যা যা বলব, সব কথা আমার শুনবে?

তো। তুমি আমার মুনিব—আমি তোমার বান্দা—বান্দাকে ও কথা জিগ্যেস করা কেন—বান্দা করে না মুনিবের কথা শুনে—

মু। আচ্ছা তোতা মামা! তোমার কাল মুনিয়ার সঙ্গে বে—

(জোবেদী ও সোলেমানের প্রবেশ)

সো। তোতা! বিবাহ করেই কি বাদসা একেবারে ফুলজানীকে সকরকন্দে নিয়ে যাবেন?

তো। রহিমাবাদে ওঁর পরগণা আছে—সেখানে দু'চার দিন থেকে যাবেন।

জো। (উচ্চ-ক্রন্দন) ওগো মা আমার গো! মা গো! ওগো আমার এ সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে, তা কে জান্‌তো গো, মাগো—

সো। কি ও! কি ও! কি হয়েছে?

জো। ওগো ফুলজানীকে হারিয়ে আমি কেমন করে থাক্‌বো গো! মাগো! ওগো আমার কপালে এই ছেলো গো! মাগো! ওগো কোথেকে এ পোড়া বাদসা এল গো—মাগো—ওগো বাছাকে আমার ছেড়ে দিয়ে, আমার ঘাড় ভাঙ্গলে না কেন গো! মাগো!

অনাথিনী।]

সো। কি বিপদ! মঙ্গল কার্য্যে কি এমন করে কাঁদতে আছে? চল বাড়ীর ভেতর চল—চুপ কর—

জো। ওগো না কেঁদে যে থাকতে পারিনে গো! মাগো!

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

উৎসব-মন্দির।

(উর্দ্ধাসনে দেলখোস ও ফুলজানী।
নিম্নে তোতা ও মুনিয়া)

(সোলেমান ও জোবেদীর প্রবেশ)

বাঁদিগণের গান।

ফাঁসি ফাঁসি করি বটে—
অই ফাঁসি ভালবাসি—
জনম জনম নারী
ও ফাঁসি পরিতে আসি।
সাধি কাঁদি—যদি পাই—
স্বভাব——ধরম——তাই—
দেবত্বে করি না লোভ—
হইতে পারিলে দাসী—

বাঁধা পড়া বুঝি ভাল—

মুখে বলি যত খুসী !!

সো। জাঁহাপনা ! এ দীনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। আপনি সসাগরা ধরণীর একছত্র অধীশ্বর হয়ে সহস্র বৎসর রাজত্ব করুন, দুনিয়ার মালিকের কাছে এই আমার প্রার্থনা। আমার কন্যাকে বিবাহ করে আমাদের যেমন ধন্য করেছেন, তেমনি সমস্ত জগতে আপনার নাম ধন্য হোক ! তোতা ! তুমি আমার পরম আত্মীয় ! মুনিয়া ! তুমি আমার বাঁদী—কন্যা-স্থানীয়া। তোমাদের শুভ মিলন মঙ্গলময় হোক, আমার আশীর্ব্বাদ !

(বাঁদিগণের গান)

চাতুরী লুকোচুরির ফুরাল জ্বালা—
এখন চোখোচোখী মুখোমুখীর প্রকাশ্য পালা।
নদীই ধায় সাগর পানে,
রতনেই রতন টানে,
ফুটলে ফুল খোদাই বোনে মিলনের মালা—
সরমে অই পড়ল নুয়ে সরলা বালা॥

(পটক্ষেপণ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(রহিমাবাদ গ্রাম-প্রান্ত—দেলখোসের কুটীর।)

দু। হলেই বা পরগণা—তবুতো বাদসার পরগণা। ওমা এই কুঁড়ে ঘর তালপাতায় ছাওয়া! তলা থেকে জল উঠছে। দুর্গন্ধ! ছি ছি ছি! এ কিরে বাপু! না বাদসা আসুক, আমি বলব এখানে তিন দিন ছেড়ে তিন ঘণ্টাও থাক্‌তে পারবো না।

(দেলখোস ও মার প্রবেশ)

মা। আহা! দিব্যি বউ—দিব্যি বউ! এস আমার মা এস—আমার কুঁড়ে ঘরের ঠাকুর এসো—আমার আঁধার ঘরের আলো এস—আমার সাত রাজার ধন মানিক এস।

দু। (স্বগত) একি এ! ব্যাপার কি? কিছুই তো বুঝে উঠতে পাচ্চি না।

মা। ওমা! দেলখোস! এ সব বড় মানষের কাপড় চোপড়

কোথা পেলি বাবা? আমাকে সে লোকটী বলে গেল, যে দেলখোসকে বসোরায় নিয়ে গিয়ে কর্ম্ম কাজ দোবো, তাইতো আমি তোকে ছেড়ে দিলুম বাবা! তোর এত দেরি হচ্চে দেখে আমার ভাবনার শেষ ছিল না। আচ্ছা, তোরা কাপড় চোপড় ছাড়্—আমি আগে পাড়ায় দেখি যদি কারো বাড়ী কিছু পাওয়া যায়। ছেলে মানুষ মেয়ে—এখনও দাঁতে কুটো কাটেনি। তার পর এসে তোদের সব ব্যাওরা জিজ্ঞাসা করবো।

[প্রস্থান।]

ফু। জাঁহাপনা! আমাকে কি ছলনা কচ্চেন—আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। এ কোথায় এলেম? একি সত্যই আপনার পরগণা? এই জঘন্য তালপাতার কুঁড়ে! ও মাগীটাই বা কে? দেলখোসই বা কে?

দে। প্রিয়তমে! তোমায় অবস্থা-চক্রে পড়ে ছলনা করিছি বটে—কিন্তু আর কোরবো না। যে মুহূর্ত্তে তোমায় প্রথম দেখিছি—সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তোমাকে পাগল হয়ে ভাল বেসেছি। সেই ভালবাসার জোরে তোমাকে আপনার করবো বলে—তোমাকে আপনার না কল্লে বাঁচবো না ভয়ে—ছলনা বা প্রবঞ্চনা যাই বল, আমি করেছিলাম—আমাকে ক্ষমা কর। আমারই নাম দেলখোস। আমি অতি দরিদ্র কৃষক-পুত্র। এই

অনাথিনী।]

তালপাতার কুঁড়ে আমার আবাস—ঐ দুঃখিনী বৃদ্ধা আমার জননী।

ফু। মা গো! (মূর্চ্ছা)

দে। ও মা! মা! মা! এ কি হল। দেখ্ দেখ্।

(মার প্রবেশ)

মা। কি হল অ্যাঁ! অজ্ঞান হয়েছে?

(চক্ষে মুখে জলসেচন)

ও মা! ওঠ মা—চোখ চাও মা।

দে। কুলোকের কুহকে পড়ে আমি বাদসার সাজে সেজে, বাদসা বলে ভুলিয়ে ওকে বে করে নিয়ে এসেছি। সেই কথা খুলে বল্‌তেই এই রকম হলো।

মা। চুপ্ কর, চুপ্ কর—জ্ঞান হয়েছে।

ফু। (উত্থান করিয়া দেলখোসের মার প্রতি) আমায় বাড়ী রেখে এস—আমায় এখুনি বাড়ী রেখে এস। (দেলখোসকে দেখিয়া) দূর হ! দূর হ! প্রবঞ্চক! আমার চোখের সাম্নে থেকে দূর হ। এখুনি দূর হয়ে যা। এখনও দাঁড়িয়ে রইলি? দূর হয়ে যা। দূর হয়ে যা।

দে। ফুলজান্! দারিদ্র্যের এত অপরাধ? প্রাণ কি কিছুই নয়? ভালবাসা কি কিছুই নয়?

ফু। মুখ সাম্‌লে কথা ক' বান্দা! আমাকে তুই নাম ধরে

ডাকিস্—এত বড় লম্বা জিব তোর? আমাকে ভাল-
বাস্‌বি তুই? নফর! দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা!

দে। যাই—দূর হয়ে যাই—এখুনি যাচ্চি। তবে তোমার রূপের আভায় ডুবে রইছি, চক্ষুকে আমার ফেরাতে পাচ্ছি না, তাই দেরি হচ্চে—তোমার কাছ থেকে নড়ে যেতে পা উঠছে না—তাই দেরি হচ্চে। দূর হয়ে যাই—জন্মের মত যাই—চল্লুম। তোমায় প্রবঞ্চনা করেছি ক্ষমা কোরো—তোমায় ভালবেসেছি ক্ষমা কোরো। তুমি ভালবাসবে—আবার বিবাহ কর্‌বে—কিন্তু যখন বিবাহ কর্‌বে, তখন এইটে একবার মনে করো—দুনিয়ার লোকে ভালবাসতে জানে না, কেন না তারা হিসেবী! ভালবাসতে জানে আমার মত পাগলে, কেন না আস্‌মানে সে বাস করে, হিসেব করে কোন কাজ করে না। এইটে একবার মনে কোরো, এক অতি দুঃখী হীন প্রাণী তোমার ভালবাসায় পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুচ্চে। চাঁদে, ফুলে, সঙ্গীতে—সে কিছু সুন্দর দেখলেই পাগলের মত হাউ হাউ করে কাঁদ্‌চে—আর বল্‌চে—হা ফুলজান! হা ফুলজান!

[বেগে-প্রস্থান।]

মা। কোথা গেল—কোথা গেল। সত্যি সত্যিই গেল, ও যে আমার পাগল! কোথা গেল—

[প্রস্থান।]

ফু। এ সব কি প্রকৃত—না বীভৎস একটা দুঃস্বপ্ন ?

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রমজানের বাটী।

রমজান ও তোতা।

রম। খরচ পত্র যে সার্থক হয়েচে তা হলেই হলো। সোলেমান টের পেয়েছে ?

তো। এখনও পায়নি। তবে পায়, আর বিলম্ব নেই।

রম। এমন সুখবরের দৌত্যটা না হয় আমিই করি না।

তো। বেশ তো।

র। তা তোমরা স্ত্রী পুরুষে এখন চলেছ কোথা ?

তো। যেথায় দু' চক্ষু যায়।

র। বসোরায় থাকলেই বা কে কি করে—

তো। সোলেমানের চক্ষের সাম্‌নে থাকৃতে পারবো না। দেখ রমজান! বে হলে যে লোকে বেগড়ায় বলে, সে কথা

সত্যি—আমি এক দিনের মধ্যেই বিগড়িছি, বেশ বুঝতে পার্‌চি। কেবল মনের ভেতর ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে উঠছে, কাজটা ভাল কল্লুম না—কাজটা ভাল কল্লুম না।

র। ও অমন একটু আধটু হয়ে থাকে, ছেড়ে দাও। আর কাজটা গর্হিতই বা এমন কি হয়েছে বল। বরং ধরত ভালই হয়েছে—ওদের বাদ্‌সা-বাতিক আরাম হয়েছে। তার পর দুদিন বাদে কাজীর হুকুম নে আবার মেয়ের বে দেবে। এমন বিশেষ খারাপ কাজই বা কি হয়েছে।

তো। বাইরে আর একটী লোক তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বে বলে রয়েছে—বলতো ডাকি।

রম। কে?

তো। আমার স্ত্রী।

রম। মুনিয়া! বাইরে কোথায় রয়েছে?

তো। পাল্কিতে।

রম। কেন বল দেখি?

তো। আমি কি করে জানবো বল। তার মহা জেদ, তোমার সঙ্গে দেখা না করে বসোরা ছাড়বে না।

রম। তার মানে?

তো। মালুম হচ্চে না। তবে বোধ করি আগে তোমাদের

দু'জনের ভেতর ভেতর আস্‌নাই ছিল—কাজেই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্চে, আবার কবে দেখা হবে—হবে কি না হবে তাই বা কে বলতে পারে—তাই বোধ হয় একবার শেষ দেখাটা দেখে নিতে এসেছে।

রম। যাও, যাও, ব্যাপার কি বল না ?

তো। তোমার গায়ে হাত দে বলছি আমি কিছুই জানি না।

রম। তা ডাক না।

তো। ডাকি। (প্রস্থান ও মুনিয়াকে লইয়া প্রবেশ)

রম। হ্যাঁ মুনিয়া! আমাদের ছেড়ে একেবারেই চল্লে!

মুনি। একেবারে যাব কেন, রমজান মিঞা! মুনিয়া বাঁদী চিরকালই তোমাদের। (একটী বাক্স লইয়া রমজানের পদতলে রাখিয়া) রমজান মিঞা! এই বাক্সটী তোমাকে দেবার জন্যে তোমার কাছে এসেছি।

তো। (স্বগতঃ) ও কি ? ও যে আমার গহনার বাক্স—টাকার বাক্স।

রম। এ বাক্সয় কি আছে মুনিয়া ?

মু। ওতে তোমরা ক'জনে মিলে সে চাষা বাদসাকে যত গহনাপত্র টাকা কড়ি দিয়েছিলে, সেই সব আছে।

রম। বল কি! সব আছে ?

মু। সমস্ত আছে—

রম। তা তুমি ওর কিছু নাও।

মু। না মিঞা! আমাদের দুটী পেট—তা আমি বাঁদীগিরি করে যা মজুত করেছি তাতে ঢের চলে যাবে। সেলাম মিঞা!

রম। আলেকম্ সেলাম! মুনিয়া! তুমি আমাদের চেয়ে অনেক উঁচু মানুষ।

মু। না মিঞা! ও কথা বলো না। আমি মাটীর পোকা; তোমাদের পায়ের তলে থাকি, তোমাদের পায়ের ধূলো পেলে আপনাকে ধন্য মানি। আসি।

রম। এসো। সেলাম! তোতা ভাই!

তো। আলেকম্ সেলাম রমজান ভাই!

[তোতা ও মুনিয়ার এক দিকে, ও অপর দিকে রমজানের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

দেলখোসের কুটীরের অভ্যন্তর।

মৃত্যশয্যায় শায়িতা দেলখোসের মা। প্রতি বাসিনী কৃষক কন্যা ও পত্নীগণ। এক কোণে ফুলজানী।

১ম প্র। ওমা! ও দেলখোসের মা!

মা। (ক্ষীণ স্বরে) কেন মা?

২য় প্র। এই যে কাল তোমায় ভাল দেখলুম—এর মধ্যে কি হল ? সেই বুকের ব্যাথা বেড়েছে নাকি ?

মা। মা ! খোদা ডেকেছেন, তাই যাচ্চি।

৩য় প্র। আহা হা ! দেলখোস বে করে নিয়ে এল, তা বউ মে দু'দিন ঘর করাও তোমার বরাতে ঘোটলো না।

৪র্থ প্র। আহা ! এমন ভাল মানুষের মেয়ে জন্মায় না। মা তো মা। যেন আমাদের সত্যিকের মা ছিল। কত আদর—কত যত্ন। দেলখোস কোথায় ?

মা। দেলখোস কোথায় ? কি জানি মা কোথায়—আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেছে, জন্মের মত গেছে, আর ফিরবে না বলে গেছে—কি জানি কোথায় গেছে। সে তো মিথ্যা কথা কয় না—সে তো মিথ্যা কথা কইতে জানে না—যখন বলে গেছে আসবে না, তখন আর আসবেই না। বড় দুঃখিনীর, বড় আদরের, বড় পাগল, ছেলে সে। কোথা গেল, কোথা গেল ; কি জানি কোথা গেল। বুঝি আর দেখতে পেলুম না—কোথা গেল ! কোথা গেল !

২য় প্র। ওমা ! বেলা হল এখন তবে যাই—ও বেলা আবার আসব অখন। (প্রথমার সহিত জনান্তিকে) ঐ অপয়া পোড়ারমুখো—উটাই এত অনর্থের মূল।

[প্রতিবাসিনীগণের প্রস্থান।]

মা। (ফুলজানীর প্রতি) মা! এ দিকে এগিয়ে এসো—আমার কাছে এসো। আমায় খোদা তলব করেছেন আমি এখুনি যাব—এখন আমাকে ছোট ভেবো না। (ফুলজানীর নিকটে আগমন) মা! মরবার সময় বলে যাই—দেলখোস্ আমার চাষার ছেলে নয়। দেলখোসের বাপ মস্ত আমীর ছিল। দেশ দেশান্তরে তার নাম ছিল, মস্ত বীর পুরুষ ছিল। আপন মুল্লুকের জন্য যুদ্ধ করে খোদার মরজিতে পরাস্ত হয়। অপমানের ভয়ে দেশ ছেড়ে, যথা সর্ব্বস্ব ছেড়ে, আপন স্ত্রী আর একটী মাত্র পুত্র নে পালিয়ে যায়। পথে কঠোর পীড়ায় খোদার তলবে আস্‌মানের পথে চলে গেল। আমি আমার চোখের তারা সেই ছেলেটীকে নে এত দিন চাষার মেয়ে সেজে অতি কষ্টে দিনপাত করে আস্‌ছিলুম। দেলখোস আমার ছলনা প্রবঞ্চনা জানে না—বড় ভাল মানুষ—বোধ হয় কুলোকের কুহকে পড়ে তোমার কাছে ছলনা করে থাকবে। সে গেছে—আর আসবে না, সে বড় অভিমানী—আর আসবে না, নিশ্চয় জেনো। আমি তাকে জানি—তাই বল্লুম সে আর আসবে না। আমিও চল্লুম—হয় এ বেলা, নয় ও বেলা। আমাদের মা ছেলেকে তুমি ক্ষমা কোরো—তোমার

বাপ মাকে ক্ষমা করতে বোলো। একটু—জল—দাও মা! (ফুলজানীর জল দান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

(বিষণ্ণ মুখে সোলেমান, ও রমজানের প্রবেশ)

সো। আমাকে তুমি অবাক কল্লে, রমজান! এ কথা সত্যি হলে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে? আমার এত বড় মাথা হেঁট হবে। না—তুমি বোধ হয় গুজোব শুনে থাকবে—এমন কি হয়? অমন পোষাক, অমন চেহারা, অত বড় মানুষী, বাদসার বই কার সম্ভব।

র। গুজোব নয়, সত্যি—আমি ঠিক শুনিছি। কোন মন্দ লোকে সে চাষার ছেলেটাকে বাদসা সাজিয়ে আপনার এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভেবে দেখুন, আপনার পরিবার যাই ভাবুন, বাদসা কি প্যায়রা না পিচ যে গাছ থেকে হাত বাড়িয়ে পেড়ে নেবেন। বাদসাই যদি হবে, তো আপনার বাড়ীতে থাকতে যাবে কেন?

সো। কি জানি—আমি কিছু বুঝতে পাচ্চি না। আমার মাথার

ভেতর ভোঁ ভোঁ কচ্চে। হায় হায় হায়! এত টাকা খরচ কল্লুম—লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে? লোকে আমাকে পাগল বলে হেসে উড়িয়ে দেবে। আমাকে সকলেই ঘেন্না করবে—

র। কিছু মনে করেবেন না—কিন্তু যে দিন থেকে আপনাদের বাদসা-বাই জন্মেছে, সেই দিন থেকেই লোকে আপনাদের অই যা বল্লেন তাই ঠাউরেছে—আজ প্রথম তা বলছে নয়।

সো। হা খোদা! হা খোদা! কেন আমার সর্ব্বনাশ হল? আমি কখন কারও অনিষ্ট করিনি, কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ হল।

র। সোলেমান সাহেব! খোদার কসুর কিছু নেই—আপনার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তাতে খোদার কসুর কিছুই নেই—কসুর আপনার নিজের। মেয়ে মানুষের বুদ্ধি নে কাজ কল্লে সব পুরুষের এমনি সর্ব্বনাশ হয়—কেবল আপনার নয়। ভাবুন দেখি, আমাদের মত কত ভদ্র সন্তানের লাঞ্ছনা অপমান আপনি কোরেছেন। কেন—আমরা কি ধনে মানে কুলে আপনার চেয়ে কিছু নীচু? স্পষ্ট বল্লে কথা কড়া শোনায়—নীচুর কথা ছেড়ে দিন, যে সব লোক আপনার মেয়েকে বে করবার প্রার্থী হয়েছিল, তার মধ্যে দুই এক জন কি সর্ব্ব বিষয়ে-

আপনার চেয়ে উঁচু নয়? বামনের চাঁদ হাত বাড়াতে গেলে তার পরিণাম যা হয়, আপনারও বাদসা জামাই করতে গে তাই দাঁড়িয়েছে, লোকের কাছে যত দূর হবার হাস্যাস্পদ হয়েছেন।

(বেগে জোবেদীর প্রবেশ)

জো। সে কি গো—নয় কি গো—কয় কি গো—এমন ধারাটা হয় কি গো! বাদসা সাঁচ্চা—চাষার বাচ্ছা—এমন ধারাটা হয় কি গো! জোবেদীর বেটী—চাষার ঘরের ঠেঁটী—এমন ধারাটা হয় কি গো! ওমা! কি হবে গো—কি হবে গো—কথা কও না গো—কথা কও না গো—ওগো কেমন করে কাঁদি গো—মুনিয়া নেই যে গো—মুখে হাতে আমার জল দেবে কে গো। ওরে রমজান বাবারে! ওরে আমার কি হল রে! ওরে চাষার মড়া ফুলিকে আমার কোন চুলোয় নে গেল রে!

র। কেন জোবেদী মা! বাদসা জামাই হয়েছে—কেন কাঁদ মা—

জো। বাদসা জামাই হয়েছে—উনুনের পাঁশ জামাই হয়েছে—কবরের মড়া জামাই হয়েছে। আহা! তোমাদের মত সোনার চাঁদকে ফেলে সোলেমান কোন ময়দান থেকে এক ব্যাটা নাঙ্গল-টানাকে নিয়ে এলো গো—আমার কি হল গো—

সো। কেবল তোমার জন্যে রমজানের সঙ্গে তো ফুলজানীর বিবাহ হল না। আমি তো সব ঠিক করেছিলুম।

জো। ও মিন্সে! এখন ঐ কথা! এখন বাদসা বাদসা করেই তো তুমি রমজানের সঙ্গে বে দিতে দিলে না—ও মিন্সে! এখন ঐ কথা! আমি রমজানের সঙ্গে বে দিতে দিইনি? রমজান বে কল্লে না কেন? কল্লে আমি কখন আপত্তি কর্ত্তুম না। রমজান ফুলিকে আজই বে করুক—এখনই বে করুক—আমি যদি বাপের বেটী হই, কখন না বলব না—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। এক জন অপরিচিত লোক সঙ্গে করে ফুলজানী বিবি একলা বাড়ীতে ফিরে এসেছেন—ও ঘরে দোর দিয়ে বসে বসে কাঁদেছেন।

জো। ওরে ফুলি আমার রে! মা রে! ওরে সে চাষা মড়াকে কোথায় কবর দিয়ে এলি রে—ফুলি রে—

র। আমি এখন চল্লুম।

সো। আচ্ছা রমজান! এস—

(রমজানের প্রস্থান।)

সো। (জোবেদীর প্রতি) চল, ফুলজানের কাছ থেকে সব শুনিগে—

জো। আর কি করে সব শুনবো গো! বাবা গো! ওগো চোখ কাণের মাথা যে আমি খেয়েছি গো! বাবা গো!

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

ফু। দু'দিনে জীবনে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দে' গেল! গেল—কোথা গেল—বলে গেল না। আমার বাল্য, যৌবন, চপলতা, আনন্দ, সব সে সঙ্গে করে নে গেল। দু'দিন আগে যে ফুলজানী ছেল—তাকে মেরে ফেলে গেল। এ ফুলজানী সে ফুলজানীর স্মৃতির দীর্ঘ নিশ্বাস মাত্র।—এ ফুলজানী প্রৌঢ়া রমণী—সে ছিল চঞ্চলা বালিকা। দু'দিনে জীবনে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দে গেল? আহা! কেন তাড়ালুম! কঠোর কুলীশ কথায় কালা-মুখী আমি তাকে কেন তাড়ালুম! চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল—ফুলে ফুলে কি বল্‌তে গেল, সব বল্‌তে পাল্লে না—ডাগর ডাগর চক্ষু দু'টীতে কেবল আমার মুখের পানে চেয়ে রইলো। কেবল বল্লে অত ভাল আর কেউ বাস্‌বে না।—সে কথা সত্যি কি?

হয়ত সত্যি—হয়ত নয়, সত্যিই। আহা! কঠোর কুলীশ কথায় তাকে আমি কেন তাড়ালুম?

দু'দিনে দুটী প্রাণ খেলুম—আমি যদি রাক্ষসী নয়—রাক্ষসী আর কে? একটী অবাধ আনন্দময় সরল সুন্দর প্রাণ—অকস্মাৎ কঠিন আঘাতে ভূমিশায়ী কল্লুম! দেখতে পেলে না—চাইতে পেলে না—শুধু একবার অসহ্য ব্যথা প্রতিরোধ কর্ব্বার জন্যে বুকটা দু'হাতে প্রাণপণে চেপে ধল্লে। আর একটী বিধবার প্রাণ—ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রম-স্বামী-বিধুরা, একমাত্র-পুত্র-গত-প্রাণা স্নেহ-ময়ীর প্রাণ। হঠাৎ মাথার উপর বজ্র নিক্ষেপ কল্লুম, অমনি শেষ। কল্লুম কি? কি কল্লুম? কি হলুম? দুনিয়া! তুমি অত সুন্দর ছিলে, কেমন করে দু'দিনে তোমাকে এমন মলিন করে ফেল্লুম? কোথায় গেল তোমার চন্দ্র সূর্য্য? আহা সব খেলুম—সব খেলুম!

(গান)

জীবনের বেলা-ভূমে রতন তুলে—
জলে ফেলে দিয়ে এনু উপল-ভুলে!!
একটী এ ক্ষুদ্র ভ্রমে মর্ম্মে ওঠে হাহাকার—
চির-অবসাদ ক্রমে করে দেহ অধিকার ;—
সে কিসে জুড়াবে গো! অনল যাহার মূলে!!

(পটক্ষেপণ।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আমীরগঞ্জ—তোতার অন্দরের কক্ষ।

তোতা ও মুনিয়া।

তো। মুনিয়া ভাই!

মু। কেন তোতা মামা!

তো। ও আবার কি? ও কি কথা? ও কথা এখন কেন?

মু। কি জান ভাই! তোমাতে আমাতে বে হয়েছে, আজ হলো সাত বৎসর। কাজেই সেটা বড় পুরোনো হয়ে পড়চে, সঙ্গে তুমিও বড় পুরোনো হয়ে পড়্‌চো, আমিও বড় পুরোনো হয়ে পড়্‌চি। এ অবস্থায় একবার তোমায় "তোতা মামা" বলে ডেকে দেখ্‌লুম—বের আগের ভাবটা যদি মনে আসে।

তো। আমাকে একটা প্যাঁটরায় কাপড় চোপড় সাজিয়ে দাও, কিছু টাকা দাও, আমি বিদেশ যাব।

মু। বিদেশ যাবে? কবে?

তো। আজই—এখুনি—

মু। বল কি ? তাও কি হয়।

তো। হয় নয়, হবে। চোখের ওপর এখুনি দেখ্‌তে পাবে।

মু। আমি হুকুম দিলে তবে তো—

তো। এ ক্ষেত্রে হুকুমের অপেক্ষা করবো না।

মু। বটে ? যাও। একলা যুবতী স্ত্রীলোককে ফেলে রেখে যাচ্ছ, কি জানি তোমার বরাতে কি আছে ?

তো। যুবতী স্ত্রীলোক কে মুনিয়া ভাই ?

মু। এই আমি—মুনিয়া বেগম।

তো। আমি যখন খুব ছোট্ট, সবে কথা কইতে শিখিছি—সেই সময় তোমার যুবতী-যুবতী ভাব আব্‌ছা আব্‌ছা যেন মনে পড়ে। আমার জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে তোমার যৌবন-কুয়াসা গলে জল হয়ে গেছে ভাই ! গল্প বল্‌ছো কেন মুনিয়া ?

মু। যাও না। আমিতো তোমাকে যেতে বারণ করছি না। তবে স্পষ্ট কথায় পাপ নেই, বলে রাখি। এই যে আমাদের বাড়ীর রসি দুএক তফাতে কলু বুড়ি আছে, তার কাণা কালো ছেলেটাকে দেখেছো তো ? সে আজ কাল রোজ তাদের যা একটু তেল জম্মায়, তা মাথায় ঢেলে চুল ফিরিয়ে, আমার দিকে চেয়ে নিশ্বেস ফেলে—হলো কোন কোন দিন আমাকে দেখে শিস্ দেয়—খুস্ খুস্ করে যক্ষ্মার কাশীর মত কাশেও। স্ত্রী

জাতি চিরকাল সোহাগের পক্ষপাতিনী জান। সে তেলির বাচ্ছা এক চোখে যা আমার রূপ দেখে, তোমার যে অত বড় বড় দুটো চক্ষু, তাতেও তুমি তা দেখতে পাও না। এর ওপর তুমি বিদেশ যাচ্চ—আমি অবলা—কি জানি আমার ভয় ভয় করচে, চরিত্তির থাকে বা যায়—

তো। কাল বসোরার এক দোস্তের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—

মু। বল কি ? কোন খবর পেলে ? সোলেমান সাহেবদের খবর কি ? ফুলজানীর—

তো। সোলেমান সাহেবের গত ছ বচ্ছর ধরে গ্রহের দশা যাচ্চে। কাজ কর্ম্ম মন্দা—দেনায় মাথার চুল বিকোনো। দৌলতাবাদে সা সুবা বলে এক মস্ত আমীর বণিক আছেন। এদানি সোলেমান সাহেবের তাঁর গদীর সঙ্গে কার কারবার হয়েছিল, লোকসান্ হওয়ায় সেই সা সুবা আমীরের কাছে বিস্তর ঋণী হয়েছেন। সা-সুবা টাকা না পেলে সোলেমান সাহেবের সব বেচে কিনে নেবেন। তাই আমি এখুনি দৌলতাবাদে সাসুবা সাহেবের কাছে যাত্রা করছি।

মু। কেন—তুমি গিয়ে কি করবে ?

তো। কেন বলচি। শুনলুম ফুলজানীর সেই ঘটনার পর

থেকেই জোবেদী তাকে বাঁদীর মত বাড়ীতে রেখেছে। ফুলজানীর ওপর যত রাগ, যত ঘেন্না - কেন না তার দরুন সোলেমান জোবেদীর উঁচু মুখ নীচু হোয়েছে। সে এক পাশে পড়ে থাকে, কেউ খেতে দেয়তো খায়, নইলে খেতে পায় না। আহা তত আদরের ফুলজানী! খোদার কারদানি! সে চাষা ছোঁড়াটাকে চাষা টের পেয়েই তাকে যাচ্ছে তাই বলে সুমুখ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, ছোঁড়াও সেই যে চলে যায়, আর আসেনি। শুনলুম গেল বছরে মরে গেছে। ছোঁড়ার মা ছোঁড়াটা চলে যাবার পর দিনেই মরে যায়, ফুলজানীর চক্ষের ওপর। যতই হোক বাচ্ছা—এই দুটো ঘটনা ফুল-জানীর মনে এত লাগে, যে সেই দিন থেকেই ফুলজানী যেন অন্য মানুষ হয়ে দাঁড়াল। হাঁসি আহ্লাদ জন্মের মত ফুরিয়ে গেল। রোজ কাঁদে, আর এক কোনে থাকে—যেখানে আমোদ আহ্লাদ আছে তার ত্রিসীমানায় যায় না। ছোঁড়াটা মরেছে খবর পাওয়া থেকে, রমজান তাকে বে করবার জন্যে পেড়াপিড়ী লাগিয়েছে। ফুলজানীর প্রতিজ্ঞা সে আর বে করবে না। এখন এই সা সুবার দেনা রমজান বলেছে শোধ করে দেবে, যদি ফুলজানীর সঙ্গে তার বে দেওয়া হয়। কাজেই ফুলজানীর ইচ্ছা থাক্ না থাক্, তার বুকে পাথর চাপিয়ে জোবেদী

তাকে রমজানের সঙ্গে বে দেওয়াবেই, দেওয়াবে। মেয়েটাও তাহলে মরবে। মুনিয়া! আমিই ফুলজানীর সর্ব্বনাশের মূল—আমি তাকে এ ক্ষেত্রে রক্ষা করবার অন্ততঃ চেষ্টা করেও, সে পাপের যতটুকু হয় প্রায়শ্চিত্ত করবো, মনে করেছি।

মু। কি রকম চেষ্টা করবে?

তো। সা সুবার কাছে গিয়ে, তার পায়ে জড়িয়ে পড়ে সব খুলে বলে দেখবো—যদি তার দয়া হয়। কিন্তু শুনিছি সে বড় কড়া লোক।

মু। ধর দয়াই হলো—কিন্তু দয়া হলেই কেউ কখন টাকা ছেড়ে দেয়? বিশেষ এক আধ টাকা নয়, একটা রাশ্।

তো। আমীরগঞ্জে এসে, এই সাত বছরে খোদার মেহের বানীতে, আর তোমার আয় পয়ে, বিস্তর টাকা রোজগার করিছি—সেই গরীব তোতা আজ আমীর। আর কিছু না পারি, আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়ে সোলেমানের সা সুবার নিকট যে ঋণ তা পরিশোধ করবো। যে কাঙ্গাল—আবার নয় সেই কাঙ্গাল হব।

মু। চল—তোমার প্যাটরা সাজিয়ে দিইগে।

তো। মুনিয়া! মুনিয়া! লোকে যে বলে বে হলে লোক নষ্ট হয়, সে কথা কত দূর সত্যি তা আমি যেমন হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, এমন আর কেউ বোঝেনি। এমন কুকাজ

ছিল না, যাতে আমি পেঁছপাও ছিলুম—এমন নৃশংশ ব্যাপার ছিল না, যাতে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে লিপ্ত হইনি—কিন্তু যে দিন থেকে তোমাকে বে করিছিং, সেই দিন থেকে প্রাণ পরের দুঃখে কাঁদতে শিখেছে—সেই দিন থেকে চক্ষে জল আস্‌তে সুরু হয়েছে। সঙ্গ-দোষে সব অনিষ্টই সম্ভব। কেবল সঙ্গ-দোষ, কেবল সঙ্গ-দোষ, মুনিয়া! কেবল তোমার সঙ্গ-দোষে আমার এ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এস।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফুলজানীর কক্ষ।

ফুলজানী।

ফু। সাত বৎসর—দেখতে দেখ্‌তে সাত্‌ বৎসর হয়ে গেল কোথায় গেল? সে আমার কোথায় গেল?

(গান)

না দিলাম কুসুম চন্দন—
পূজা না করিয়া দেবে—
করিলাম বিসর্জ্জন!!

আজ সেই অকল্যাণে
কি আগুন জ্বলে প্রাণে—
আক্ষেপ হুতাশ বুকে হায় হায়
অনুক্ষণ—
মরণ—মরণ—আমরণ !!

(জোবেদী ও সোলেমানের প্রবেশ।)

জো। কে কর্ব্বে না ? ওর ঘাড় যে সে কর্ব্বে—না করে কোথাও চলে যাক্—আপনি রোজগার্ করে খাক্—আমি আর খাওয়াতে পারবো না।' ও শুনুক্—ওর নিত্যি ফোঁস্ ফোঁসানি আমার ভাল লাগে না। আয় পয় তো কেমন! আম্মার সোনার সংসার ছার খারে যেতে বসেছে—কেবল ওর বরাতে—ওর নসীবে। দু'দিন বাদে আমায় ঝী চাকর সব তাড়াতে হবে। বোসে বোসে কেবল গিল্‌লে চল্‌বে না—বাসন মাজুক্, জল তুলুক, কাজ কর্ম্ম শিখুক্।

সো। (স্বগতঃ) আহা! মেয়েটার দিকে চাইলে প্রাণটার ভেতর আর কিছু থাকে না। এ অবস্থায় ওর ওপর অত্যাচার কচ্চি, স্বেচ্ছায় নয়—খোদা! তুমি তার সাক্ষী। (প্রকাশ্যে) মা ফুলজানি! আজ বৎসরাধিক কাল তোমার সে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে—তত দিন ধরে তোমাকে আমরা বিবাহ

করতে অনুরোধ কচ্চি, তুমি কিছুতেই বিবাহ করতে স্বীকার করছ না।

জো। স্বীকার কর্বে না? ওর ঘাড় যে সে স্বীকার কর্বে—ওর বাবার মাথায় জুতো মার্‌বো ও তো ছেলে মানুষ—দেখি কে কি করে—

সো। জোবেদি! একটু চুপ কর—

জো। না—আমি চুপ কর্ব না—দেখি কার সাধ্যি আমাকে চুপ্ করায়?

সো। ফুলজানি! তুমি ত অবোধ নও। ভেবে দেখ, একটা ছাওয়ার ওপর ভর করে সারা জন্মটা নষ্ট করা, পাগলের কার্য্য।

জো। সে পাগ্‌লা মরেছে—তার সম্পত্তির মধ্যে ছেল তার হাজা মাথাটা—সেই সম্পত্তির ছুঁড়িটা ওয়ারেষ হয়েছে।

সো। (ফুলজানীর প্রতি) কত সুন্দর সুন্দর সম্ভ্রান্ত যুবা তোমাকে বিবাহ করতে পেলে আপনাদের ধন্য মানে—ভেবে দেখ, তা সত্ত্বে তোমার এ রূপ বৈধব্য-যাপন তোমার নিজের ওপর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ। সে কথাও যাক্—তার পর শুনেছ—আমার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। দৌলতাবাদের সা সুবার কাছে ঋণে আমার মাথা বিক্রী। আর সে ঋণ পরিশোধ করতে বিলম্ব হলে সে আমার যথা সর্ব্বস্ব বেচে কিনে নেবে। আমিও কপর্দ্দক বিহীন।

রমজান চিরকাল আমাদের আত্মীয়—সে আজ কাল মস্ত সওদাগর—সে আমার দুঃখ দয়া করে মোচন করতে পারে, সা সুবার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে পারে, যদি তুমি তাকে বিবাহ কর। মা! ভেবে দেখে বল, একটা অলীক স্বপ্নের নেশায় পাগল হয়ে তোমার মত সুবুদ্ধি-মতী কন্যার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পথে বসান উচিত—না সুপাত্রে আত্মদান করে সব দিক রক্ষা করা উচিত—সকলকে সুখী করা উচিত?

ফু। বাবা! আমি রমজানকে বিবাহ করবো।

সো। দীর্ঘজীবী হও মা! আমি রমজানকে এক রকম বলেই রেখেছি, যে তুমি আমার তেমন মেয়ে নও যে আমার সর্ব্বনাশ হবে, আর তুমি তোমার জেদ বজায়ের জন্য তা চক্ষে দেখবে। চল জোবেদি! আমরা এ মঙ্গল সংবাদ প্রচার করিগে, আর বিবাহের উদ্যোগ করিগে।

জো। ওর বাপ যে সে করবে ওতো বাচ্ছা! বাচ্ছার আবার মত নিয়ে কাজ করতে হবে?

(উভয়ের প্রস্থান।)

ফু। দেলখোস! দেলখোস! সব ফুরুলো। সাত বৎসর তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছিলুম, আজ ফুরুলো। আর আমার প্রাণের সঙ্গে তুমি কথা কোয়ো না, আর আমার কানের কাছে শ্লেষ করে বোলো না—তুমি যে করবে,

তুমি ভাল বাসবে, কিন্তু জেনো দুনিয়ার লোক ভাল বাস্‌তে জানে না—পাগল না হলে ভালবাস্‌তে পারে না। যখন বিবাহ করবে, তখন একবার মনে কোরো এক হীন পাগল প্রাণী তোমার ধ্যানে আরও পাগল হয়ে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্চে। দেলখোস ! দেলখোস ! করলে কি—এলে না? আমায় দ্বিচারণ-পাপে মগ্ন করলে? রমণী বলে ক্ষমা করলেও তো পারতে? তোমার মত উদার পাগলের কাছ থেকে এত কঠোর শাস্তি, আশা করিনি।

(গান।)

অতি ক্ষীণ ছায়াময় স্বপনের রেখা ধোরে
জীবন রাখিয়াছিনু—তাও অই যায় সোরে!
মরণের তীরে বসে শেষ ডাকা ডাকি শেষে,
পাগল ! প্রেমিক ! প্রভু ! একবার দেখা দাও—
দেখা দাও—দেখা দাও—
আর যে সময় নাই—সব শেষ কিছু পরে !!

তৃতীয় দৃশ্য।

দৌলতাবাদ—সা সুবার কক্ষ।

সা সুবা ও তোতা।

সা। কি প্রয়োজনে আপনি এতদূর থেকে আমার কাছে এসেছেন?

তো। বসোরার সোলেমান সেখের নাম আপনার জানা আছে?

সা। বণিক সোলেমান?

তো। আজ্ঞে হাঁ।

সা। জানি—বলুন।

তো। আমি শুনিছি এদানি তিনি আপনার কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী হয়ে পড়েছেন—

সা। হতে পারে, তাতে আপনার সংস্রব কি?

তো। (স্বগত) এ ব্যাটার কথাগুলো কি রুক্ষ—এক ফোঁটা রস নেই। (প্রকাশ্যে) একটু সামান্য সংস্রব আছে। সোলেমান সাহেবের ফুলজানী নামে এক দুঃখিনী কন্যা আছে। তার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। পতি নিরুদ্দেশ—সে সেই নিরুদ্দেশ পতি-গত-প্রাণা। শোনা গিয়েছে গত বৎসর তার সে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে পতিব্রতার ইচ্ছা সে বিবাহান্তর না করে—সেই স্বামীর স্মৃতি পূজা করে জীবন অতিবাহিত করে। সোলেমান সাহেবের অবস্থা এখন ভাল নয়। তার ওপর আপনার নিকট তাঁর আকণ্ঠ ঋণ। আর এ ঋণ পরিশোধের তাঁর কোন বিশেষ উপায় নেই। বসোরায় রমজান নামে এক ধনীর সন্তান সোলেমান সাহেবের কাছে প্রস্তাব করেছে, যে যদি তার সঙ্গে সোলেমান সাহেব তাঁর কন্যা ফুলজানীর বিবাহ দেন, তা হলে আপনার কাছে সোলেমান

সাহেবের সমস্ত ঋণ রমজান সেখ পরিশোধ করে দেবে।

সা। গত কল্য বসোরার সোলেমান সাহেব আমাকে পত্রে তাঁর কন্যার শুভ বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন—আর আমি বসোরায় পঁহুছুলে আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ কর্ব্বেন, স্বীকার করেছেন।

তো। আজ্ঞে হ্যাঁ। দুঃখিনী কন্যাকে বধ করে, তার মূল্যে আপনার নিকট অঋণী হবেন।

সা। তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমার টাকা নিয়ে কথা।

তো। নিশ্চয়ই। তবে আমার আপনার নিকট অনুরোধ এই, যে কিছু দিন যদি সোলেমান সাহেবকে আপনি সময় দেন, তা' হলে আর এ নারী-বধ হয় না।

সা। আপনার অনুরোধ—কিন্তু আপনার সোলেমান সাহেবের সঙ্গে কি সম্বন্ধ, তা' এখনও প্রকাশ করেন নি।

তো। সোলেমান সাহেবের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই—তবে তাঁর কন্যার শুভাশুভের সহিত আমার পারত্রিক সম্বন্ধ আছে।

সা। খুলে স্পষ্ট কথায় বলুন।

তো। মহাশয়! আমিই সেই বালিকার সর্ব্বনাশ করেছি। সাত

বৎসর আগে, এক পাগল কৃষক-পুত্রকে ধনীর সন্তান সাজিয়ে তার সঙ্গে তার বে দেওয়াই। বের পর দিনই প্রকাশ হয়ে পড়ে সে কৃষক-পুত্র। অপমানে অভিমানে ফুলজানী তাকে ভর্ৎসনা করায়, সে জন্মের মত দেশ ছেড়ে চলে যায়। তার পর আপনাকে বল্লুম—শুনিছি সে গত বৎসর মারা গিয়েছে। তার এক বিধবা মা ছিল, ছেলে ছেড়ে যাওয়ার পর দিন সে ফুলজানীর সুমুখেই প্রাণত্যাগ করে। রমজানের সঙ্গে এ অবস্থায় বিবাহ হলে আপনার ঋণ পরিশোধ হবে বটে, কিন্তু ফুলজানীর প্রাণ যাবে।

সা। মিঞা সাহেব! দুনিয়ায় মরা বাঁচার অন্ত নেই। কে কোথায় কিসে মর্ব্বে বাঁচবে, হিসেব করে কাজ কর্‌তে গেলে কোন কাজই করা হয় না। আপনি সে মেয়েটীর সর্ব্বনাশ করেছেন, আপনার প্রাণ কাঁদতে পারে—মেয়েটী যখন তার স্বামীকে অপমান করে তাড়িয়েছিল, তখন হয়তো সে স্বামীর প্রাণও কেঁদেছিল—কিন্তু সে যুবতী আমার কে যে তার ভাল মন্দয় আমার আস্‌বে যাবে? আমার সোলেমান সাহেবের সঙ্গে টাকার সম্বন্ধ—তাঁর মেয়ে নিয়ে কোন সম্বন্ধ নেই—"

তো। (স্বগত) ব্যাটা কি অর্থ-পিশাচ! (প্রকাশ্যে) আপ-

নার প্রাপ্য অর্থ আমি আপনাকে পরিহার কর্‌তে বলছি না। যদি কিছু দিন সময় দেন, অথবা কিস্তিবন্দী করেন, তা' হলে সোলেমান সাহেব না পার্‌লেও আমি আপনার টাকা শোধ করে ফুলজানীর প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পারি।

সা। মিঞা সাহেব! আপনার অন্তঃকরণ যত উদার—আমি ব্যবসাদার টাকাখোর মানুষ—আমার অন্তঃকরণ তেমন নয়। আপনি যে সমস্ত কথা আমাকে বল্‌লেন তার সত্য মিথ্যা আমি কিছুই জানি না। আমি বসোরায় সোলেমান সাহেবের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব, ইচ্ছা হয় আপনিও যেতে পারেন। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখলে অবস্থা বুঝতে পারবো—তার পর আপনাকে হাঁ না যা হোক বলতে পারবো। আমার টাকা পাওয়া নিয়ে কথা—তা সোলেমান সাহেবই দিন, রমজান সাহেবই দিন, আর আপনিই দিন। মেয়েটী যে রমজানের সঙ্গে বে হলে মারা যাবে, সে ভয় আপনি ততটা করবেন না। বে হলে মেয়ে মানুষ বড় শিগ্‌গির মরে না, সাহেব! যাক্‌, ও কথায় আমার কোন দরকার নেই—সেলাম!

তো। সেলাম! তবে বসোরায় সাক্ষাৎ হবে।

সা। হবে।

(উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান ।)

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

সোলেমান ও জোবেদী।

সো। সব নিমন্ত্রিতেরা আজ সন্ধ্যা থেকেই আসতে সুরু করবে। দৌলতাবাদের সা সুবা সাহেব আজকেই বোধ হয় আসবেন—

জো। রমজান টাকা দিয়েছে?

সো। অর্দ্ধেক দিয়েছে, বাকী অর্দ্ধেক কাল বিবাহের পর দেবে স্বীকার করেছে।

জো। ও স্বীকার ফীকার আমি বুঝি না। আজই টাকা সব গুণে গেঁথে নাও—তার পর বে।

সো। না—ততটা রমজান কর্বে না—টাকা দেবেই। তা আজই হোক্, আর কালই হোক্। তোতা আর মুনিয়া আস্‌বে, তোমায় বলেছিলুম?

জো। না। মুনিয়া অস্‌বে? তোতা আস্‌বে?

সো। তোতা আমাকে পত্র লিখেছে। তোতা আমীরগঞ্জে আছে। সেই ঘটনার পর মুনিয়াকে বে করে আমাদের

ভয়ে সে বসোরা ছেড়ে পালায় না ? কোথা থেকে শুনেছে ফুলজানীর বে—তাই লিখেচে আমরা যাচ্চি। আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে লিখেছে—সে বিষয়ে সে একলা দোষী নয়; তার পেছনে অন্য লোক ছেল—তাদের কথায় ভুলে অমন ধারাটা করে ফেলেছেল।

জো। তাদের দোষ কি ? ও পোড়ারমুখো মেয়ের বরাতে ছেল, তাই সে রকম হয়েছেল। আহা! কত দিন তাদের দেখিনি। তোতা আসবে—মুনিয়া আসবে—বেশ হবে! বেশ হবে!

(রমজানের প্রবেশ)

সো। এস বাবা এস ! ফুলজানের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

রম। না, ফুলজান কোথায় দেখতে পেলুম না। বোধ হয় বাগানে বেড়াচ্চে—যাবার সময় দেখা করবো।

জো। রমজান আমার জামাই হবে, এ সাধ আমার চির-কালের। এত দিনে খোদা যে সে সাধ পূর্ণ কল্লেন, তাঁকে লক্ষ লক্ষ সেলাম করি।

রম। ছেলেবেলা থেকে আমি ফুলজানকে ভালবাসি। ছেলে বেলা থেকেই ফুলজানকে আমার বে করে আপনার করবার ইচ্ছা। খোদার মেহেরবানী, আর আপনাদের অনুগ্রহে, সে ইচ্ছা আমার এতদিনে ফলবতী হল। ফুলজানের জন্যে আমি ঘর বাড়ী নতুন করে

সাজিয়েছি; নতুন করে করিছি। কাল সন্ধ্যাকালে আমার বাড়ী ফুলজানের রূপের রোস্‌নায়ে আলো হবে। (স্বগত) বুদ্ধি যার, জয় তার। যে চাল চেলিছিলুম—সেই মেয়েকে দিতে হল। দুদিন আগে, নয় পরে।

সো। সা সুবা সাহেব আজ সন্ধ্যাকালেই আসবেন। জোবেদী বলছিল যে সা সুবা এসে পৌঁছুলেই, তাকে টাকা সমস্ত ফেলে দেওয়া। মানটাও থাকে; দেখায়ও ভাল। বাকি অর্দ্ধেক টাকাটা—

রম। সে চিন্তা আপনি করবেন না—তিনি এলেই টাকা দেওয়া যাবে, তার আর কি ?

সো। তা তো বটেই, তা তো বটেই—না চিন্তা কি, চিন্তা কি—

রম। আমি তবে একবার বাগানে ফুলজানের সঙ্গে দেখা করে আসি—

সো। এস। আমরা যাই—হাজার কাজ রয়েছে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

সোলেমানের বাটী-সংলগ্ন উদ্যান।

সা সুবা ও তোতা।

তো। অই যে সোলেমান সাহেব আসচেন—

(সোলেমানের প্রবেশ)

সো। (সা সুবার উদ্দেশে) আমার আজ ঘর বাড়ী আপনার পদার্পণে পবিত্র হল। আপনার সঙ্গে কখন সাক্ষাতের সৌভাগ্য পূর্ব্বে ঘটে ওঠেনি—এত দিনে এই শুভ ব্যাপার উপলক্ষে সে সৌভাগ্য ঘটলো।

সা সু। সেটা উভয়তঃ। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়, আমার পক্ষে আশাতীত সম্ভ্রম-লাভ।

সো তোতা! তোমার সঙ্গেও অনেক দিনের পর দেখা। মুনিয়াকেও আজ কত দিন বাদে দেখতে পেলুম। পূর্ব্বের আত্মীয়গণের একত্রে এত দিন বাদে সম্মিলন—অতীব আনন্দের বিষয়, সন্দেহ কি? তোমরা কি সা সুবা সাহেবের সঙ্গে একত্রে এলে?

তো। পথে ওঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ—তার পর বরাবর একত্রে—

সো। উত্তম। আমি গিয়ে সুবা সাহেবের কিছু জলযোগের

ব্যবস্থা করিগে। যদি অসুবিধা বিবেচনা না করেন, তা হলে কাজটার ঝঞ্ঝাট চুকে গেলে কাল বিকালে আপনার সঙ্গে আমার, সে বিষয়টার ব্যবস্থা হতে পারে।

সা-সু। তাতে কি? সে বিষয় নে আপনার এখন ব্যস্ত হবার প্রয়োজন দেখি না। আমি যাবার সময় নিষ্পত্তি করে দিলেই হবে।

সো। নিশ্চয়—নিশ্চয়, তাতে সন্দেহ কর্ব্বেন না। হুকুম করেন তো, আমি একবার ওদিকে যাই। অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণের পরিচর্য্যা করিগে।

সা-সু। যে আজ্ঞে আসুন। আমাদের জন্য আপনার ব্যস্ত হবার কোনই প্রয়োজন নাই।

(সোলেমানের প্রস্থান।)

তো। আমিও যাই। আপনি এইখানেই অবস্থান করুন। আমার স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া আছে, সে এখুনি ফুলজানকে এই বাগানে নিয়ে এসে কোন ছল করে চলে যাবে—তখন আপনি বিজনে তাকে এ বিবাহ সম্বন্ধে তার মন্তব্য জিজ্ঞেসা করে, আমার উক্তির সত্যাসত্য নিরূপণ করতে পারবেন। যদি আমার কথা সত্য বলে আপনার ধারণা হয়, তা'হলে সাহেব! আমার প্রার্থনা আপনাকে মঞ্জুর কর্তে হবে। আপনি

মস্ত আমীর শুনিছি—আপনার টাকার শেষ নাই। এ ক'টা টাকায় আপনার—

সা-সু। অর্থের শেষ আছে সাহেব! আকাঙ্খার শেষ নাই। এ ক'টা টাকাই কি আমার ফ্যাল্‌না? এ কটা' টাকাও টাকা—এক সহস্রও টাকা—এক লক্ষও টাকা। সব এক জাত—এক ধাতু।

তো। আমি আপনাকে এ ক'টা টাকা বলে ছাড়তে বলছি না তো। আমার অনুরোধ—আমাকে কিছু সময় দেন—অথবা কিস্তিবন্দী করেন। এ বিবাহ আমাকে স্থগিত কত্তেই হবে। সাহেব! ফুলজানের ভালোয় আমার পরকালের ভাল। আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন—আমার পরকাল রক্ষা করুন।

সা-সু। সোলেমান্ সাহেবের কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে, আমি কেমন করে আপনার কথার জবাব দিই বলুন?

তো। এখুনি সাক্ষাতে হবে। আমি আস্‌ছি।

[প্রস্থান।]

(মুনিয়া ও ফুলজানীর প্রবেশ।)

(সা-সুবার বৃক্ষান্তরালে অপসারণ।)

মু। ফুলজান! তুমি কি সেই ফুলজান? সেই আদর-সোহাগ-হাসি-মাখা-মাখি ফুলজান! তোমার এত পরিবর্ত্তন কে করে দিলে বোন?

ফু। মুনিয়া! জগতে হাসিও যিনি দেন, কান্নাও তিনি পাঠান। শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্র-বিভাসিত দিনও তাঁর নির্ম্মাণ—বরষার অন্ধকার ঘন-সমাচ্ছন্ন-বৃষ্টিধারাপ্লুত দিনও তাঁর নির্ম্মাণ।

মু। ফুলজান ভাই! তুমি একটু এখানে অপেক্ষা কর—আমি একবার জোবেদী মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি—

ফু। এস ভাই মুনিয়া!

(মুনিয়ার প্রস্থান)

হা দেলখোস্! হা দেলখোস্! হা দেলখোস! মরণ আমার অতি নিকট—একবার মরণের পূর্ব্বে যদি দেখা হত! যদি তোমায় বলে যেতে পারতুম কি করেছি—কত ভুগিছি—কত কেঁদেছি—কত তোমার প্রতিমাকে আমার মনোরাজ্যে আরাধনা করিছি!! হা দেলখোস্! হা দেলখোস্! হা দেলখোস্!!

(সা-সুবার প্রবেশ)

সা-সু। সুন্দরি! আপনার নামই কি ফুলজান? আপনিই কি সোলেমান সাহেবের কন্যা?

ফু। মহাশয়! এই অভাগিনীর নামই ফুলজান।

(প্রস্থানোদ্যম।)

সা-সু। ভদ্রে! আমি আপনার পিতার অতিথি—তাঁর সঙ্গে

কিঞ্চিৎ বন্ধুত্বের স্পর্দ্ধাও রাখি। সেই সুবাদে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনার এ মঙ্গলময় বিবাহ-উৎসবে সকলেই উৎফুল্ল, কিন্তু এ সমস্ত আনন্দের মূল যে আপনি, আপনার স্বর অত কাতর কেন? মুখ অত মলিন কেন?

ফু। মহাশয়! এ আমার মঙ্গলময় বিবাহ-উৎসব নয়, মরণময় বৈধব্য-উৎসব।

সা-সু। কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি?

ফু। স্বামী বর্ত্তমানে বিবাহিতা নারীর কখন আবার বিবাহ হয়?

সা-সু। আপনার পূর্ব্ব বিবাহের কথা কতক কতক আমি শুনেছি বটে। আমি তো শুনেছি আপনার স্বামী বর্ত্তমান নন্—গত বৎসরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ফু। ও কথা যে বলে, সে মিথ্যা কথা বলে। আমার স্বামী জীবিত।

সা-সু। কি করে আপনি তা নিশ্চিৎ বল্লেন?

ফু। আমার মন বলে দেয়। আজ সাত বৎসর, দিন রাত আমি তাঁর আরাধনা কচ্চি। আজ সাত বৎসর দিবা রাত্রি তিনি আমার মনোরাজ্যে বিরাজ কচ্চেন। তাঁর মৃত্যু হলে আমার মনের আলো নিভে যেতো, আমি অন্ধকারে ডুবে যেতুম।

সা-সু। যদি আপনার মনের নিশ্চিৎ ধারণা এই, তবে এ বিবাহে আপনি আপত্তি করেননি কেন?

ফু। বৃদ্ধ পিতার প্রাণ ও মান রক্ষার্থে। যাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, তিনি আমার ঋণগ্রস্থ পিতাকে ঋণমুক্ত করবেন অঙ্গীকার করেছেন। পিতা আমার বিবাহের পর দিন যেই ঋণ মুক্ত হবেন, আমিও তখনই যে উপায়ে হোক্ এ পাপ প্রাণের অন্ত করবো।

সা-সু। কথার কথা—যদি আপনার স্বামী জীবিতই থাকেন, তা'হলেও তাঁর সাক্ষাৎ পেলে তাঁকে চিনে ওঠাও আপনাদের পক্ষে কঠিন। সাত বৎসর পূর্ব্বে, চার পাঁচ দিন তিনি আপনাদের নিকট অবস্থান করেছিলেন মাত্র। এ দীর্ঘ সময়ে মানুষের আকৃতিতে অনেক পরিবর্ত্তন হয়।

ফু। তাঁকে চিনব না আমি? তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ থেকে, এ পর্য্যন্ত এক দিনও তিনি আমার মনোনেত্রের বার হননি—তাঁকে চিনতে পার্ব্ব না আমি? আপনি রমণী-হৃদয় চেনেন না।

[প্রস্থান।]

সা-সু। তোতা মিঞার কথা মিথ্যা নয়। দেখি তিনি কোথায়।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

সোলেমান, রমজান, ফুলজানী ও মুনিয়া।

সো। বাবা রমজান! এ বার্দ্ধক্যে তোমায় আত্মীয় করায় আমার মুখ উজ্জ্বল হল—আমার মান রক্ষা হল। সকলই তাঁর মেহেরবানী—সকলই খোদার মেহেরবানী। কিশোর যৌবনে দু'ই একটা বীভৎস ঘটনার আঘাতে ফুলজানীর স্বভাবতঃ উজ্জ্বল প্রকৃতি বিমর্ষতার ভস্মে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। ও বিমর্ষতা স্থায়ী হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার আদর যত্নে, ফুলজানী আবার সত্বরই পূর্ব্ব স্বভাব পুনঃ প্রাপ্ত হবে, সন্দেহ নাই।

রম। আপনার এ দাসের উপর অনুগ্রহের শেষ নাই। ফুলজানীকে আমাকে অর্পণ করে আমাকে চির-ক্রীত করেছেন।

(তোতা ও সা-সুবার প্রবেশ।)

সো। (সা-সুবার প্রতি) মহাশয়! এই রমজান সেখ আমার জামাতা। ইনিই দয়া করে আমার কন্যা ফুলজানীকে বিবাহ করতে স্বীকার করে, আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল

করেছেন। আপনার নিকট আমার সমস্ত ঋণ, এই মহাপুরুষই পরিশোধ করে দেবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

সা-সু। রমজান সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ে আমি আপ্যায়িত হলেম। কিন্তু এ আনন্দ-বাসরে একটা অন্যায় কথা মুহূর্ত্তেকের জন্য যদি ক্ষমা করেন তো বলি, কোন্ শাস্ত্র, কোন্ যুক্তি, অনুসারে এক স্বামীর জীবদ্দশায়, আপনার কন্যার দ্বিতীয় স্বামী-পরিগ্রহণ হচ্চে।

রম। মহাশয়! বোধ হয় আপনি অবগত নন, ফুলজানীর প্রথম স্বামীর গত বৎসর মৃত্যু হয়েছে।

সো। আমার প্রথম জামাতার মৃত্যুর পর, এ বিবাহের প্রস্তাব হয়েছে।

সা-সু। সোলেমান সাহেব! রমজান সেখ! ফুলজানী বিবির প্রথম স্বামী সুস্থ শরীরে জগতের বক্ষে বর্ত্তমান।

রম। মিথ্যা কথা। আমি স্বয়ং অনুসন্ধান করেছি, সে কৃষক-পুত্রের লোকান্তর হয়েছে।

সা-সু। কি প্রকার অনুসন্ধান করে আপনি অবগত হয়েছেন, সে কৃষক-পুত্র মৃত?

রম। আপনি কোন্ অধিকারে এ প্রশ্ন আমায় জিজ্ঞাসা কচ্চেন, সেইটে আগে নিবেদন করুন। আমি তা' শুনে যথাবিধি উত্তর প্রদান কর্‌বো।

সা-সু। সত্য বলেছেন। আমার আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্বার অধিকার নাই। সোলেমান সাহেব! আপনি প্রাচীন ব্যক্তি—ধার্ম্মিক। ব্যাপার গুরুতর। যদি এক পতি বর্ত্তমানে আপনার কন্যাকে পত্যন্তর গ্রহণ করান, তা' হলে তাঁকে দ্বিচারণ-পাপ স্পর্শ করবে। আপনি রমজান সেখ্‌কে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার প্রথম জামাতার মৃত্যুর তত্ত্ব, উনি কিরূপে বা কি সূত্রে অবগত হয়েছেন?

রম। সোলেমান সাহেব! এই ব্যক্তি আপনার মহাজন—ওঁর ছলনাময় বাক্যে প্রতারিত হলে আপনার বিশেষ ক্ষতি—বিবেচনা করে কার্য্য কর্‌বেন। আপনার হীনাবস্থার কারণ উনি মনে করেছিলেন, ওঁর ঋণ আপনি পরিশোধ কত্তে সক্ষম হবেন না। সুতরাং ঐ সামান্য অর্থের হেতু আপনার প্রভূত সম্পত্তি উনি আত্মসাৎ কর্‌বেন। আমার দ্বারা সে সুখ-কল্পনা ব্যর্থ হয় দেখে, উনি এই সব অলীক কথার অবতারণা কচ্চেন।

সা-সু। অলীক কথা আমার কি তোমার, সে বিষয়ে ঘোর সংশয় রমজান সেখ্‌! বল তোমার প্রমাণ কি?

[জোবেদীর প্রবেশ।]

জো। কিসের প্রমাণ বাবা রমজান!

রম। (সা সুবার প্রতি) সে যে জীবিত, তার প্রমাণ তুমি কি দিতে পার ?

জো। কে জীবিত, কার কথা ?

রম। জোবেদী মা ! ঐ সা-সুবা সাহেব আমার এ শুভ বিবাহে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে বল্‌চেন, ফুলজানীর প্রথম স্বামী জীবিত আছে। অথচ আমরা উত্তম রূপ অবগত হয়েছি, সে গত বৎসর প্রাণত্যাগ করেছে।

জো। সে বেঁচে আছে কি গো ! এমন কথা কে বলে গো ! মরায় কখন বাঁচে, যে সে বাঁচবে ? সে মরেছে, তার আবার প্রমাণ কি গো ! মড়া মরেছে, তার আবার প্রমাণ কি গো ! সে কি সাক্ষী রেখে মরেছে, যে প্রমাণ ? ও গো মোল্লা ডাক—কোরাণ খোল—সাদি থামিও না।

সা-সু। সোলেমান সাহেব ! সোলেমান সাহেব ! না জেনে শুনে বিবাহ দেওয়াবেন না—ধর্ম্মে পতিত হবেন।

সো। বাপ রমজান ! বলই না, পাপ চুকে যাক্—কি করে তুমি জানলে সে প্রকৃতই মরে গেছে ?

রম। ওই বলুক না কেন—ওর প্রমাণ কি ? ও কি করে জানলে, সে বেঁচে আছে ? মিথ্যাবাদি ! প্রবঞ্চক !

সা-সু। রমজান সেখ ! একবার জাল বাদসা সাজিয়ে ওই অবলার সর্ব্বনাশ করেছ, মনে আছে তো ? আবার ওর, সর্ব্বনাশের ওপর সর্ব্বনাশ করতে বসেছ ?

জো ওমা ! মেয়েটা কি অপয়া গো ! কি হতচ্ছাড়া গো ! ফিবার বের সময় একটা না একটা গোল।

সো। বাপ রমজান ! কি সূত্রে তুমি টের পেয়েছিলে বল, সেটা মরে গেছে।

রম। ওর সাধ্য থাকে, ও প্রমাণ করুক সে বেঁচে আছে।

সা-সু। দরকার হয়, আমি প্রমাণ করতে পারব সে বেঁচে আছে। কিন্তু সে তোমার প্রমাণের পর।

রম। ক্ষমতা থাকে—এখুনি তোমার প্রমাণ কি বল।

সা-সু। কখন না—আগে তুমি বল।

রম। জোবেদী মা ! সোলেমান সাহেব ! একজন অপরিচিত মিথুকের কথায় নির্ভর করে, আপনারা আমার অপমান কচ্চেন ?

জো। ও মা সে কি গো ! রমজানের অপমাম কি গো ! ও মিন্সে কে গো ! বেতে বাগ্ড়া দেয় কেন গো ! সে চাষা মড়া আবার বাঁচবে কি গো !

সো। সা সুবা সাহেব ! এই অকিঞ্চিৎকর কথার, এমন পবিত্র কার্য্য-ক্ষেত্রে উত্থাপনই অনুচিত। আপনার প্রমাণ থাকে, আপনি প্রমাণ করুন যে সে জীবিত। রমজানের কথায় আমাদের অবিশ্বাস নাই। মিছে কথার আন্দোলনে আমি শুভ কার্য্যে বিলম্ব করবো না।

সা-সু। সোলেমান সাহেব ! আমার প্রমাণ আছে। মিছে কথার

আন্দোলন আমার ভাগে নয়—রমজান সেখের ভাগে।

রম। তোমার প্রমাণ কি?

সা-সু। আমার প্রমাণ আমি—রমজান সেখ্! আমার প্রমাণ আমি। (কল্পিত শ্মশ্রু গুম্ফ উন্মোচনান্তে) আমিই সেই পাগল দেলখোস্—আমার প্রমাণ আমি—

সো। এ কি এ—তাইত বটে! সা সুবা সাহেব!

তো। কি সর্ব্বনাশ! আপনি? আপনি সা সুবা সাহেব? আপনি পাগল দেলখোস!

সু। (জানু পাতিয়া—দেলখোসের হাত ধরিয়া) তুমি? তুমি? তুমি এসেছ? আমি জানতুম তুমি আসবে। আমার প্রাণকে তোমার প্রাণ রোজ বল্‌ত, তুমি আসবে। দেখ—আমার মুখ দেখ—কত কেঁদিছি দেখ—কত ভোগ ভুগিছি। এস! আমার জীবনের দেবতা পরম দয়াল প্রভু! এস। আর তোমায় ছাড়ব না—আর তোমায় বক্‌ব না—তোমায় পূজা করবো—এস।

জো। ওমা তাই তো গো! তাই তো গো! আমার সেই সোণার চাঁদ জামাই তো গো! আমার আদরের দেলখোসই তো গো! বেঁচে আছে? এত বড় মানুষ হয়েছে? এস বাপ এস। আমার আঁধার ঘর আলো কর। আমরা মায়ে ঝীয়ে তোমার পথ চেয়েছিলুম। রমজানকে বে দিতে

আমার গোড়া থেকেই অমত বাপ! কেবল তোমার শ্বশুরের জেদেই এই ব্যাপার।

তো। দেলখোস মিয়া! ব্যাপার কি? সেই পাগল লোক তুমি - কেমন করে এমন পৃথিবীর মানুষ দাঁড়ালে?

দেল্। ভাই! ফুলজানীর এক দিনের কথায়, সারা জীবনের পাগ্‌লামী আমার সেরে গিয়েছিল। প্রতিজ্ঞা করে-ছিলুম—আর নয়,আর চাঁদ ফুল নয়—কিসে টাকা হয়। বুঝ্‌তে পাল্লুম, দুনিয়ায় অর্থই মূল। অর্থের ভিতর যত কবিত্ব আছে, চাঁদের সুধায় তার সিকি নেই—পাখীর ডাকে, তার আধ আনা নেই। অর্থ-উপার্জ্জনে মন দিলুম। আমি বস্তুত কৃষক-পুত্র নই। আমার বাপ এক জন মস্ত আমীর ছিলেন। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন—শেষে দুঃখের অবস্থায় পড়ে স্বর্গে গমন করেন। আমি দৌলতাবাদে গিয়ে তাঁর জনৈক ধনী বণিক বন্ধুর নিকট গমন করি। তাঁরই প্রসাদে বাণিজ্য আরম্ভ করি। সুবাতাস পড়ায় দিন দিন আমার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়—শেষ আমার সেই পিতৃ-বন্ধুর মৃত্যুর পর, আমিই দৌলতাবাদের প্রথম ধনী বণিক হই। সোলে-ম্যান সাহেবের সঙ্গে আমি একটা মতলবেই কার্য্য আরম্ভ করি, সে মতলবের পরিণতি আজ এই তোমরা চক্ষের উপর দেখতে পাচ্চ। সে দেলখোস্ আর

আমার ভেতর নেই। এখন সুধায় মন ভেজে না, চাঁদে কত মোহর ধর্‌তে পারে, ভাবি। ফুলের রূপে কবিত্ব পাই না—তার মূল্যে তার কবিত্বের পরিমাণ নিরূপণ করি।

জো। ওমা! ভাগ্যে আমার সোণার গুঁড়ো সময়ে এসে পৌঁছেছেল—আর একটু দেরী হলেই তো অই ছোট লোকের ব্যাটা ফুলজানীকে আমার চুরি করেছেল।

[নিঃশব্দে রমজানের প্রস্থান।]

সো। খোদা যা করেন, ভালর জন্যে। তোঁমায় যে ফিরে পেলুম—আবার বুড়ো বয়সে সব দিক যে আমার বজায় হল—তাই মঙ্গল। তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা করে, ভেতরে এস। এস জোবেদি!

জো। কি ছোট লোকের ব্যাটা অই রমজানটা গো!

[প্রস্থান।]

তো। মুনিয়া! চুপ করে কেন ভাই! একটু নাচ গান কর্‌—

মু। আমার দেখে শুনে গলা শুকিয়ে গেছে—নাচ গান করবো কি? আহা! বেচারা রমজান গলায় দড়ি দেবে।

ক্রোড় অঙ্ক।



আলোক-উজ্জ্বল উৎসব-মন্দির।

(সিংহাসনোপরি দেলখোস ও ফুলজানী)

(নিম্নে তোতা, মুনিয়া ও বাঁদিগণ।)

গান।

বরষার আঁধার কেটে—উঠলো সোণার চাঁদ!

হাসি আলোয় ভাসাভাসি—

আবার সুখে সাধে ঘটায় প্রমাদ!!

খোদার কত কি রঙ্গ!

নিমেষে শুকনো ডাঙ্গায় সুধার তরঙ্গ!

আমরি জুড়াল অঙ্গ!!

বিরহ বিষাদ ব্যথা ঘুচলো অভাব অপরাধ—

এখন সামালো জান—অই ছোটে বান—ভেঙ্গে প্রেমের বাঁধ!!

(যবনিকা পতন।)

